মিবার-দলন কাব্য

শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

কলিকাতা:

গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৪ :

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৈশাখ,—১২৯৮।

বিজ্ঞাপন

হে সহৃদয় পাঠকগণ !

আপনারা কেহই আমাকে জানেন না, এবং আমিও কখন জনসমাজে পরিচিত হইতে ইচ্ছা বা ভরসা করি নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-স্রোতের তরঙ্গ-সঙ্কুলত্ব দর্শন করিয়া আর প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে পারিলাম না। অধুনা বঙ্গীয়গণ ইংরাজি ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া মাতৃভাষায় যে বিজাতীয় নিয়মাবলী প্রচলিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তদ্দর্শনে ইহা অনুমিত হইতেছে যে, বঙ্গভাষা অতি স্বল্পকালের মধ্যে রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে। হায় ! অস্মদ্‌ভাণ্ডারে কোন্ বস্তুর অভাব আছে ! অস্মদীয়গণ স্বকীয় ভাণ্ডার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে কি নিমিত্ত অপরের নিকট ঋণী হইতে বাধ্য হইতেছেন, ইহা অনুধাবন করিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলাম ! সংস্কৃত ভাষা আর্য্যের একান্ত আদরের বস্তু হইলেও এই ভাষায় কাব্যাদি রচনা করা দূরে থাকুক, বঙ্গভাষার কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বর্গারোহণের পর আর কেহই তাঁহার অভাব পরিপূরণ করিতে পারিলেন না ! কি আক্ষেপের বিষয় ! বঙ্গ-জননি ! তোমার কি দুরদৃষ্ট ! তুমি উপযুক্ত সন্তানগণকে হারাইয়া এখন কেবল কতকগুলি অধম সন্তান লইয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছ ! যাহা হউক, পাঠকগণ ! আমি এক্ষণে বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইয়াছি ; আর বৃদ্ধ হইলেই যে বুদ্ধিলোপ হয়, ইহা বলা বাহুল্য ! আমি ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া মুসলমানকৃত বিবিধ অত্যাচারের বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি এবং বহুবিধ পুস্তকে ইহা পাঠও করিয়াছি। যখন

সেই সমস্ত ব্যাপার আমার মনোমন্দিরে আবির্ভূত হয়, তখন আমি শোকে উন্মত্তের ন্যায় হই। একদা আমার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, 'মিবারদলন' বিবরণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে গান করিয়া স্ববান্ধবগণের পরিতোষ করি, কিন্তু মদীয় গীতাবলী তাঁহাদের চিত্তহারিণী হইবে কি না, এ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া কিছু কালের নিমিত্ত উক্ত বিষয়ে নিরস্ত থাকি। আমার দুই চারি জন বন্ধু ইতিপূর্ব্বে আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই দুরূহ ব্যাপারে হস্ত প্রদান করিলাম। যদিও অমিত্রাক্ষর ছন্দে নানা প্রকার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু বঙ্গভাষায় আজ পর্য্যন্ত সংস্কৃতভাষার রীত্যনুসারে কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। আমি সেই অভাবের কথঞ্চিৎ অপনোদন মানসে অস্মদীয় পুরাতন এবং সনাতন সংস্কৃত ছন্দোমঞ্জরীর মত অবলম্বন পূর্ব্বক মদীয় গীতাবলী গ্রথিত করিলাম। যদি মল্লিখিত এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে বন্ধুগণ ও অপরাপর পাঠকগণ কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সন্তুষ্টি লাভ করেন, তবেই আত্মাকে চরিতার্থ বিবেচনা করিব।

এক্ষণে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনকালে পুরাণ-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয় যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। অধিক কি! কেবল তাঁহারই যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে আমি ইহা জনসমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। ইতি।

অনুগত

শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য।

সিমলা পাহাড়

১ লা বৈশাখ,—১২৯৮।

মিবার-দলন কাব্য।

প্রথম সর্গ।

যবনের * লোভানল—কালানল সম,
বিস্তারি জ্বলকা স্বীয় মহারোষভরে,
(বাড়ব-অনল যথা কুমুদ-জনক-
হৃদয় দহিতে, কিম্বা নাশিতে গহনে
দাব-বহ্নি যথা মহাপবন-সহায়ে!)
পশিয়া মিবার-হৃদে, নিদয় অন্তরে
দহিল তাহার অঙ্গ। মিবার-হৃদয়
মহাতাপে বিদারিত হইলে সে কালে,
দুঃখময়ী তরঙ্গিণী,—শোক-ঊর্ম্মিমতী,
খর-বেগে সেই অঙ্গে বহিল তখন!
সে দুঃখ-তটিনী অন্তঃসলিলে বহিয়া
মিলিলে যমুনা-সহ, শমন-ভগিনী
হইলা শ্যামাঙ্গী, ঘোর মনের বিষাদে,
পিতৃ-কুল-নাশ-হেতু! সিঞ্চিত হইয়া
সে দুঃখ-তটিনী-নীরে, সুখের মিবার
ত্যজিলা আপন প্রিয় হরিতমণ্ডন,

* এখানে যবন শব্দে কেবল মুসলমান জাতিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

যথা নারী মনস্তাপে পতির মরণে
ত্যজে আভরণ! তা'র অগ্নি-ময় স্রোতে
হারাইয়া সুতগণে—রতন সমূহে,
কাঁদিতেছে হাহাকারে ভারতসুন্দরী,—
বীর-প্রসবিনী, স্বীয় অশ্রুনীরে তিতি
রাতি দিন! বিষময়ী, হৃদি-বিদারিণী,
সে ঘোর কাহিনী (যা'র স্মরণেতে হিয়া
কাঁপে থর থর, যথা বসুধার অঙ্গ
ভূমিকম্প-সহযোগে) বর্ণিবে সম্প্রতি
মলিনী মদীয়া বাণী! অতএব, নাথ!
ব্রজপুর হয় যদি মন্দর হইতে
তব প্রিয়, কৃপা কর এবে মম সম
মন্দ জনে তথা হ'তে; যথায় কালিন্দী,
নিরমল-নীরময়ী, মৃদুল-গামিনী,
ব্রজ-বালা-সহ তব বিয়োগ-বারতা
কহিতে মনের দুঃখে, জহ্নুতনয়ারে,
নিরন্তর প্রবাহিতা! অথবা উৎকল,
নীরনিধি-তীর-বাসী, যদি শ্রেষ্ঠ হয়,
অধমে করহ দয়া, দয়ার সাগর!
তথা হ'তে; পদ্মাবতী,—জয়দেব-জায়া,
তোমারে বান্ধিল ভক্তি-ডোরেতে যথায়!

ওহে দেব! মর্ত্ত্য-কুল-ত্রিতাপ-হারক!
যে কালে আছিল এই জীবের বসতি
পৃথিবী, তিমির-পূর্ণা, সলিল-মগনা,

সেকালে কেবল তুমি, ছিলা একেশ্বর !
সর্ব্ববিদ তুমি প্রভো ! তুমি সর্ব্বময় !
কিবা স্বর্গ, কিবা মর্ত্ত্য, কিবা রসাতল,
সর্ব্ব ঠাঁই তুমি দীপ্ত ! সে কারণে, নাথ !
কহ এবে, কৃপা করি, কিরূপে যবন
সোণার ভারতে পশি (যথা দক্ষপুরে
রুক্ষকেশ ভূতগণ, ভূতনাথ সহ)
বিদলিল তাহে রোষে, যথা দাবানল
মহাবন দহে কোপে; কিম্বা মহামার
জীবকুল নাশে যথা ? কাহে জিনি রণে
ইন্দ্রপ্রস্থ-রাজপাট, দেবের দুর্লভ,
মহাবীর পৃথুরায়-বিক্রম-রক্ষিত,
যবন লইল বলে ? কালফণী-শির-
শোভন মণির সম ছিল এ সম্পদ !
কাহার সহায়ে সেই দুর্গম মিবার—
রাঘববংশজ-রাজ-পারীন্দ্র-পালিত,
বাণরাজ-পুরী, যথা হিমাংশুশেখরে,
যবন নাশিল বলে ? কি কহিব ! হায় !
মৃগেন্দ্র ত্যজিল প্রাণ পাঁচনীর ঘাতে !
ওহে কৃপাময় ! তব কৃপার প্রভাবে,
যে কৃপায়, ধরাধামে, দ্বিজরত্নাকর
নিরন্তর দীপ্তিমান, জিনিয়া সরোজ-
জানি, জানিলাম এবে, রাজা জয়পাল,
পাঞ্চালের অধিপতি, আর্য্য-কুলাঙ্গার,

সমর-বিতর্ক-শূন্য, (যার কর্ম্মদোষে,
ডুবিল ভারত দুখে), মনোরথ নীরে,
পূরাইলা, যবনের আশা-তরঙ্গিণী।
গান্ধারে যবন-দর্প-বিবরণ শুনি,
রাজা জয়পাল, শীঘ্র সাধ্বস-সাগরে
ডুবিলা; শঙ্কিত, যথা চপলায় হেরি,
বিষ্ণুপদে, তৃণজন্তু। যবনের ভয়ে,
ত্যজিলা আহার, নিদ্রা, যথা বন্দিয়ান,
প্রাণদণ্ড-দণ্ড হেতু! হায়রে বিধাতা!
শৈশবে ইহার প্রাণ কেন না নাশিলি?
ধন্য সেই ধীরসেন,—আলোড়ার পতি,
ভারত-গৌরব-শাখী! ধন্যা তা'র রাণী!
বিসর্জ্জিলা ধন, প্রাণ, অক্ষোভ হৃদয়ে,
বীরমদে মাতি, (যথা স্রোতস্বিনিগণ,
বারীশে অর্পণ করে, স্বকীয় জীবন),
নাশিতে যবনকুল, রাখিতে গৌরব,
আপন কুলের, এই ভারত মাঝারে!
যবন-শাসন-চিন্তা, জয়পাল-হৃদে,
বর্দ্ধিত হইয়া,—যথা কলানিধি-কলা,
আবরিল নৃপতির জ্ঞানসুধাকরে,
নয়ন-মণিরে, ফুলী, গ্রাস করে যথা,
অথবা বারিদবৃন্দ যেন পূর্ণচাঁদে!
তবে রাজা ধৈর্য্যহীন,—যথা, অন্ধজন,
যষ্টিবিবর্জ্জিত, মনে করিয়া চিন্তন,

যাইতে যবন-রাজ্যে, জিনিতে যবনে
ইচ্ছিলা ; আসন্ন-কালে বুদ্ধি হয় লোপ !
জয়পাল-রন্ধ্রগত হইলেন শনি !
জিনিতে যবনে, তবে পাঞ্চালের পতি,
(কৌণপ-ঈশ্বর, যথা বালী-বান্ধিবারে,
অথবা ভার্গব, যথা ভীষ্ম-পরাজয়ে),
চলিলা ভৈরবনাদে, নিজভট সঙ্গে,
মহারোষে। কিন্তু ভূপ-সহোদরগণ,
শাসিতে জননী-শত্রু, রাখিতে ধরায়
আপন কুলের খ্যাতি, বারেক কারণ,
না ভাবিলা হৃদে। হায় ! জিগীষায় মাতি,
এ ঘোর বিপদ হ'তে, ভ্রান্ত সহোদরে,
না রক্ষিলা। এই পাপে ভারত-সন্তান,
(যাহাদের ধনে ধনী সকল ধরণী),
শৃগাল, কুক্কুর সম, হইলা তাড়িত,
যবন হইতে ; এবে নিজ নিজ পদে
হানিলা কুঠার তীক্ষ্ণ। হায়রে কপাল !
'আর্য্য'* নাম ঘুচাইয়া, গর্ব্বিত যবন,
ব্যঙ্গ করি হিন্দু † নাম করিল প্রদান।
আর্য্য-বীর জয়পাল,—সমরদাম্ভিক,
আরোহিয়া রাজবাহে, বাহিনী সহিত
চলিলা তখন, যথা সুদাম-বাহন

* সৎকুলোদ্ভব, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।
† চোর, কৃষ্ণবর্ণ, ইত্যাদি।

অসুরে যুঝিতে। সৈন্য গমনের ভরে
পাঞ্চাল হইল ক্ষুব্ধ, যেন মনস্তাপে
নৃপতির ভাবী দশা ভাবি; রবিতেজ,
নিস্তেজ হইল, বল-পদার-সংযোগে!
আগেতে চলিল সৈন্য,—শোণিত-লোলুপ,
খরশান অস্ত্রধারী,—বীরদাপ করি;
পশ্চাতে বাজিল বাদ্য—দামামা, দগড়,
রণশিঙ্গা, রণকাড়া; যে বাদ্যের রোল,
জলধি-কল্লোল সম, ব্যাপিল পাঞ্চাল!
কখন প্রান্তরে, কভু দুস্তর কান্তারে,
(ঘোর সত্ত্বগণ, যেথা করিত চরণ),
কভু বা তটিনীতটে, যাপিয়া রজনী,
সৈন্যগণ, শ্রমাতুর, ক্ষুধিত, তৃষিত,
উত্তরিলা, যমরুদে; যেখানে আছিল
তা সবার যমদূত,—যবনপ্রধান
সবক্তগী। নিরখিয়া, আর্য্য-নরবরে,
দুর্জ্জয় যবন-পতি গরজিলা রোষে;
নিহালিয়া যূথনাথ যথা যূথনাথে!
অথবা বৃসভ যথা হেরিয়া বৃষভে!
তখন যবনগণ ছাড়ি হুহুঙ্কার,
(দুর্দ্দিনে সুদাম যথা; অথবা কাননে
শার্দ্দূলে দেখিয়া যথা দুরন্ত কেশরী!)
ধাইলা, কৃপাণ করে, আর্য্যগণ প্রতি।
হায়! হায়! এ সময় চারিদিক হ'তে,

অশনি-নিপাত সম অগ্নিবাণ-পাত
হইল সঘনে। সেই ভীষণ প্রহারে,
যাবদীয় রাজসৈন্য গণিল প্রমাদ।
এখন দুখের নদী, রাজা জয়পালে
দহিবারে, মহারঙ্গে, বহিল তথায়
তীব্রবেগে ; বৈতরণী, দহিতে দুর্নীতে,
বহিছে, সতত, যথা, সংযমনী পুরে !
এ নদীতে ভাসমান নিরাশ বহিত্রে,
স্থাপিত হইলা, এবে পাঞ্চাল-ঈশ্বর !
হায় ! এবে রণাঙ্গণে অগ্নিবাণ নাদ,—
হুড় হুড় দুড় দুড়—হইতে লাগিল।
প্রলয় কালের মেঘ-গরজ সমান
সে নিনাদ ; রুদ্ধ হয়, শ্রবণ-বিবর,
তাহার শ্রবণে ! সেই অগ্নিবাণ ধূমে,
করাল মূরতি ধরি, ধ্বান্ত মহাবল,
ব্যাপিল সকলে। সেই সঙ্কট সময়ে,
কেবল দেখিল সবে অসি চকমকি,
জলদের ক্রোড়ে যথা চপলা চপলা !
অথবা, তটিনী-গর্ভে, কুমুদের ছায়া
প্রকম্পিত হয় যথা তরঙ্গ-সংযোগে !
যবন প্রহারে, রণে, পাঞ্চাল-বাহিনী,
হইয়া তখন ছিন্ন, (যথা মহাবাতে,
কাদম্বিনী) প্রাণভয়ে, হাহাকার রবে,
ধাইলা চৌদিগে। কিন্তু, বিতংস হইতে,

কোন্ জীব কোন্ কালে, লভে পরিত্রাণ ?
অথবা, ভাঙ্গিলে তরি, জলধির মাঝে,
কোন্ কালে তরণীস্থ, রহে নিরাপদে ?
যে দিকে ধাইল, আর্য্য, রাখিতে জীবন,
নিহত হইল শীঘ্র, যবনের করে
সেই দিকে। রণজয়ী যবনের দল,
ভ্রমিতে লাগিল তথা, হাতে চন্দ্রহাস,
আর্য্যগণে বধিবারে ; যেমন মার্জার,
ভ্রমে সদা, গৃহ মাঝে, মূষিকে নাশিতে।
এই নিদারুণ রণে, মৃতক-মস্তক,
রুধিরাক্ত, কত শত, সমর অঙ্গণে
হইল পতিত ; ই'থে সেই রণভূমি
শোভিল ; যেমন ফুল্ল কোকনদ কুলে
সরোবর; কিম্বা স্বীয় প্রস্ফুটিত ফুলে
তুরঙ্গকর্ণক যথা বসন্ত সময়ে !
স্ববল দুর্গতি দেখি, হতগর্ব্ব রাজা,
যথা বিষহারা ফণী, প্রাণের কারণ,
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া, শেষে যবন ভূপালে,
স্বদেশে আইলা, সন্ধি করিয়া স্থাপন
মনোদুঃখে। জয়পাল ! তোমার গরবে
ধিক সদা ! এ গরবে ভারত খরব !
স্বদেশে আসিয়া, এবে রাজা জয়পাল,
পরাজয়-রুজে, শীঘ্র হইলা পীড়িত
ঘোররূপে। এ সংসারে ভাবিলা অসার ;

শরীরে কেবল ভার ; বিভবে গরল ;
নিজ প্রাণে বিড়ম্বনা ! এ সঙ্কট-দিনে,
যবনের জয়নাদ, মনের নির্ব্বেদ,
কাতর করিল তাঁহে ; ভুজঙ্গ-দংশন
ব্যাকুল করয় যথা দংশিত শরীরে !
তবে নরপাল ত্যজি অভ্যুদয়-আশা,
(যে আশায় জীব-কুল সদা বিমোহিত),
বিদায় লইলা এই অবনী হইতে ;
নিবাইলা শোকানল অনলে পশিয়া।
করিলা বিস্তর শোক বলিদ বরগু
রাজার মরণে ; এবে ভাবী বিঘ্ন ভাবি
কাঁদিলা নীরবে সবে শরণ বিহনে !
এ অশিব ঘটনায় সম্পরায় বিনা,
হইল রক্ষক-হীনা ভারতের সীমা !

পাঞ্চাল-মিহির অস্তে করিলে গমন,
দুরন্ত যবন-ধ্বান্ত পশিল তথায়
দ্রুতবেগে। নিরখিয়া সে ঘোর তমসে
ভারত-হরষ-পদ্ম হইলা মুদিত
মহাশোকে। এবে সেই নিবিড় তিমিরে
কে করিতে পারে দূর ? জ্যোতিরিঙ্গ তেজে
কভু কি দীপিত হয় দরশ-যামিনী ?
এবে সবক্তগী-পুত্র মহম্মদ বীর,
যবন-কুলের ভূষা, (যাহার শোষণে

ভারত হইল শুষ্ক ; যথা তেলফল
তেলমালী-নিপীড়নে !) ভারত-সম্পদ-
বিবরণ শুনি ল'য়া নিজ দল বল
আইলা ভারতে শীঘ্র লুণ্ঠন মানসে ;
যেমন দরিদ্র শাক-শাকটে নিরখি
ধায় লোভে ! বীর শূন্য আছিল পাঞ্চাল
এ সময় ; সুতরাং যবনের সেনা
হেলায় তরিল সিন্ধু উড়ুপ-সহায়ে !
আর্য্যগণে বিদলিতে যবন-বাহিনী
করাল মূরতি ধরি আইল পাঞ্চালে ;
প্রচণ্ড অনল যেন জ্বলিল গহনে
ঘোররূপে ; কিম্বা বঙ্গে কাল বেশে যথা,
কালের সহায়, যার নাহি কালাকাল,
প্রকাশিল বিসূচিকা ! পাঞ্চাল-নিবাসী
বিষম বিপদ গণি পাইলা তরাস ;
শশবৃন্দ নিরানন্দ হেরি যথা শ্বানে ;
কিম্বা করটক যথা করকা পতনে !
যবনের সহ তা'রা যুঝিল বিশেষে,
রাখিবারে স্বাধীনতা, প্রাণ বিনিময়ে ;
কিন্তু হায় ! দৈব দোষে নারিল লভিতে
জয় পদ ! পরাজয় প্রসারিয়া কর
লইল আপন অঙ্কে আর্য্য-যোধগণে !
হায় হায় ! এ সময় হাহাকার রব
ব্যাপিল চৌদিগে ! যেই নিদারুণ রবে

মনস্তাপে শুখাইল পাঞ্চালের হৃদি !
কোথা সে শোণিতপুরী? কোথা সে ভারত ?
মহাবন্ত পুর কোথা ? যবন লুণ্ঠনে
সুখের নিলয় সব শিবালয় আজি !
নাহি তাহাদের চিহ্ন পাঞ্চাল-হৃদয়ে !

মহম্মদ-সেনাগণ জয়মদে মাতি
করিল নির্দ্দয় কার্য্য আর্য্যগণ প্রতি
বিধিমতে। কহিতে সে কঠোর কাহিনী
হৃদয় বিদরে ; বর্ণ-কুর্চ্চিকা সতত
মসীর নিপাত ছলে কাঁদে অনিবার !
বিজিত পাঞ্চাল-পুত্র তাড়িত হইয়া,
কেহ প্রিয়তর প্রাণ, কেহ ধর্ম্মনিধি,
কেহ ধনরাশি,—পূর্ব্বপুরুষ-সঞ্চিত্,
যতন-রক্ষিত, এবে যবন-কৃপাণে
সমর্পিলা। তথাকার গৃহ-দীপ্তিগণ,
যেন ফুল্ল-সরোজিনী, সরস-বাসিনী,
হায় রে ! যবন হ'তে সতীত্ব রাখিতে
জ্বলনে পশিলা এবে ! বিধি বিড়ম্বনে
কোন কোন অভাগিনী, পাঞ্চাল-কামিনী,
পতি-পুত্র-শোকাতুরা, যবনের করে
পতিত হইয়া (যথা কুরঙ্গ-বনিতা,
দাবানল-ভয়-ভীতা, নিষাদের জালে)
হারাইলা মহামূল্য সতীত্ব-রতনে,
প্রমীত প্রাণেশ, মৃত-তনয় সম্মুখে !

লুঠিয়া সকল ধনে লোলুপ যবন
নহিল নিবৃত্ত এবে। ভুবন দহিয়া
অনল কি লভে তৃপ্তি? বিজয় গরবে
গর্ব্বিত যবন-সৈন্য সর্ব্ব জীবধনে
বিনাশিয়া উদরের করিল পূরণ।
হায়! কত দেবালয়,—যতনে গঠিত,
কারুকর্ম্ম সুশোভিত, প্রতিমার সহ,
ভাঙ্গিল যবন ক্রোধে। হায় রে পাঞ্চাল!
কি পাপে প্রাক্তনে তোর এ সব ঘটিল!
এবে সে দ্রুপদ নাই! নাহি ধৃষ্টদ্যুম্ন!
নাহি সে শিখণ্ডী বীর! ধনুক টঙ্কারে
যাহাদের ত্রিভুবন হইত কম্পিত
মহাভয় হৃদে গণি! কে রাখিবে তোরে
এ ঘোর বিপদে আর! গান্ধারী-কুমার
(যা'র কর্ম্মদোষে মনস্তাপে উড়ুরাজ
সতত মলিন), হিংসা করিতে দায়াদে
ভারত নির্বীর কৈল; যথা দস্যুনাথ
বলে মহামূল্যবান ভূষণ নিচয়ে
রমণীর অঙ্গ হ'তে করয় গ্রহণ!

এমতে বিজয়লক্ষ্মী যবনে বরিলে,
পরকান্তে ভজে যথা পাংশুলা রমণী,
পূরিল বিধির বাঞ্ছা! যবন ভূপাল
সঙ্গে ল'য়া নিজবল,—যথা রক্ষোনাথ,
নিকষাতনয়, রক্ষঃসেনাগণ সঙ্গে

ভুবন জিনিতে,—ধাইলা চৌদিকে;
প্রচণ্ড নিদাঘে যথা জীবকুল-নাশ
পূতি বাষ্প! সম্মুখেতে যে দেশ দেখিল
ছার খার কৈল তাহে যবনের দল
অর্থ হেতু; যথা কোল ইক্ষুর কেদারে
প্রবেশিয়া ইক্ষু-রস পান করিবারে
দলে মধু-তৃণদলে। পবিত্রনগরী,
শূরসেন-পুরী,—সর্ব্ব জগত-বিদিতা,
সুখের বসতি, গণ্ডগিরি-চূড়াসম-
অট্ট-বিরাজিতা (যেথা উগ্রসেন-সুত,—
মদমত্ত, অবনীর কৈলা অবমান
পদাঘাতে; কৃপা করি কুবুজার প্রতি
মোহিনী করিলা তাহে গোলোকের পতি
যেথা), যবনের বিষ-নয়নে পড়িল।
যবন লুঠিল তা'র সকল সম্পদ;
ভাঙ্গিল দেবের মূর্ত্তি বিছন্দক সহ
মহারোষে; শূন্যময়ী হইল সে পুরী,
কুঞ্জর-ভুঞ্জিত যথা কপিত্থের ফল;
অথবা সরঘা-ত্যক্ত মধুক্রম যথা!
বৃন্দাবন পিতৃবন সমান হইল!
মুদিত হইল মধুমল্লী মনস্তাপে
তথাকার; মধুকণ্ঠ বসি তরুশাখে
নীরবে মনের দুখে ভাবিতে লাগিল!
হায়রে! যে ব্রজপুরে রাখিলা মাধব

বাসবের কোপ হ'তে, এবে সে নিগম
সামান্য যবন হ'তে হইল দলিত !
বিষম বিদ্বেষ-ভরে যবন শার্দ্দূল,
(দেখাইতে সবে আর্য্যধর্ম্ম-অলীকতা,
বাড়াইতে স্বজাতীয় ধর্ম্মের গৌরব),
স্বদেশে লইয়া জগন্মুমে আপনার
সমিতির অধিশ্রয়ে করিলা যোজন !
সুগন্ধি চন্দন, পুষ্প, তুলসীর দল,
যে শিরে হইত দত্ত, এবে সেই শিরে
যবনের পদরেণু পড়িতে লাগিল !
অম্বিকা দেবীর মূর্ত্তি,—কাঞ্চন-গঠিতা,
ভুমসিংহ-প্রতিষ্ঠিতা, কাঙ্গাড়ার প্রভা,
(নিরখিয়া যাহে অতি দুরাচার গণ
ভাসিত ভকতি নীরে), যবন কবলে
পড়িল। জননি ! কোথা গেল বীরদাপ ?
যেই বীরদাপে সর্ব্ব অসুর নিচয়ে
নাশিলা ! অথবা শুনি বেদবতী-প্রেম-
বিবরণ ব্যোমকেশ সহ, মনোদুখে
ত্যজিলা কি নিজ দেহ যবনের করে,
পুনর্ব্বার কাঁদাইয়া বাতুল শঙ্করে ?
থানেশ্বরে ঈশ্বরের অপূর্ব্ব ভবন,
উন্নত শিখর তা'র মেঘাবৃত হেতু
নীলকণ্ঠরূপী, (যেথা দ্বিজাতির গণ
গাইত শঙ্কর-লীলা 'ওম ওম' তানে

দিবানিশি, ভৃঙ্গ যথা কুসুম কাননে
মধু-আগমন-বার্ত্তা করয় প্রদান
গুণ গুণ রবে) ধ্বংস করিল যবন।
দেব-রাজগণে ধরি (যথা পশুগণে
মাংসিক) নাশিল জাতি যবনের দল
নিষ্ঠীবন দিয়া মুখে ; করিল দহন
তা সবার যজ্ঞসূত্র একত্র করিয়া।
ওহে দেব বৈশ্বানর ! আজ্য পান করি
এবে কি হইলা ক্লিষ্ট ? এ নহে অগদ !
এ যে সূত্র-রাশি ! ই'থে নাহি কোন গুণ !
অথবা ভাবিয়া মনে আর্য্যের পতন
লইলে কি পর-পক্ষ ? কি পাষণ্ড তুমি !
সেবিল যে আর্য্যগণ বিবিধ বিধানে
অসময় দেখি আজি হইলে হে বাম
তা সবায় ; যথা সর্ব্ব তৃণজীবিগণ
তৃণহীন ভূমি ত্যজে তৃণের বিহনে !
দ্বারকা নগরে পশি যবনের সেনা
করিল তুমুল রণ আর্য্যগণ সহ।
এ রণ সামান্য নহে ! মহম্মদ বীর
প্রাণের কারণ ইথে হইলা চিন্তিত।
কিন্তু বিধি আছিলা যবনে অনুকূল
এই কালে ; সে কারণ যবন-বাহিনী
লভিল বিজয় শেষে আর্য্য-নাশিবারে।
দ্বারকা লুঠিল হর্ষে যবনের গণ

বিধিমতে। অবশেষে সোমনাথ দেবে
ভাঙ্গিয়া করিল চূর্ণ বিভব লালসে।
অনাথের ন্যায় সেই আর্য্য-আরাধিত
ত্যজিলা আপন তনু যবনের করে!

দ্বিতীয় সর্গ।

কান্যকুব্জ-অধিপতি আর্য্যকুলাধম
রাজা জয়চাঁদ (যার দুরিত-অনলে
নিরন্তর দহ্যমান সুখের ভারত)
ইন্দ্রপ্রস্থ-অধীশ্বর পৃথুরাজ-দর্প
নাশিবারে নিজ মনে করিয়া চিন্তন
নিমন্ত্রিলা যবনেশে*। হায়! সুধা-ভ্রমে
করিলা মনের সাধে কালকূট-পান!
ইহাতে যবন-পতি আইলা ভারতে
পুনরায়, জগতের অশুভ সাধিতে
বিকাশিল ধূমকেতু গগনে যেমন!
ব্রহ্মাবর্ত্ত পুনর্ব্বার করিয়া দলন
পুণ্য-ভূমি আর্য্যাবর্ত্তে যবন-বাহিনী
প্রকাশিল, দন্তী-যূথ পশে যথা রোমে
নলবনে; কিম্বা ভস্ম করি এক গৃহে
ধনঞ্জয় ধায় যথা অপরের প্রতি
বিস্তারিয়া শিখা। ক্ষুব্ধ হইল ভারত
যবন-গর্জ্জনে পুনঃ, যথা ত্রিভুবন
প্রলয়-সেচক-নাদে! শঙ্কিত হইয়া

* মহম্মদ সাহেব-উদ্দিন।

যবনের রণ-ভেরী-নিনাদ-শ্রবণে,
অথবা নিরখি আর্য্যাবর্ত্তের বিভূতি,
নিজ প্রিয় অধিষ্ঠান পাঞ্চালের নাশ
যবন হইতে, মনে গণিয়া বিদ্বেষ,
কিম্বা নিজ প্রজাধর্ম্ম করিতে পালন,
যবনে দিলেন পথ পঞ্চনদ। ভয়ে
জনগণ অতি মাত্র হইল ব্যাকুল,
দাবানল প্রজ্বলিত হইলে কাননে
বনবাসী যথা। কিন্তু কেহ না ত্যজিল
নিজদেশ, যুঝিবারে যবনের সহ
সম্মুখ সমরে; আর্য্য জাতির বিক্রম
দেখাইতে তা সবায়; করিতে সাধন
জনম ভূমির হিত। বনস্পতিগণ
শিশির-নিপাত-ছলে কাঁদিতে লাগিল
মনোদুখে! অনুমানি, যবন-হুঙ্কারে
থানেশ্বর হৃদিমাঝে ভয়ে সরস্বতী
লুকাইলা ত্বরা করি,—যথা দৈত্যগণ,—
নিলিম্প-সমরে পরাজিত,—প্রাণভয়ে
প্রবেশিল রসাতলে, যেথা নাগলোক
বিনতানন্দন-ভয়ে করয় বসতি!

যবন-চরণ-পাংশু যে দেশে পড়িল
সে দেশ মজিল শীঘ্র, পুষ্করার যোগে
বাস্তু নাশে ভূত যথা; অথবা জম্বাল
নাশে যথা সরোবরে। প্রাণপণ করি

যুঝিল আর্য্যের গণ ; কিন্তু গ্রহদোষে,
অথবা সুহৃদ্‌ভঙ্গে, (যথা দশানন,
রক্ষঃপতি, গৃহ ভঙ্গে রঘুবীর করে
মজিলা) যবনগণে নারিলা জিনিতে।
একতায় যদি সবে করিত সমর
কভু কি যবন-জয়জয়ন্তী হইত
ভারতে রোপিত ? ক্ষুদ্র কলবিঙ্ক-ভরে
কভু কি হইত ভগ্ন সরল পাদপ,
গগন-পরশী ? কিন্তু হায় ! আর্য্যগণ
পরস্পর বিরোধিয়া ভ্রান্তি মদে মাতি
কেহ কার সহায়তা না করিলা রণে ;
যবন জিনিল ই'থে ; অসহায় এণে
বৃক নাশ করে যথা মনের হরিষে !
দাম্ভিক যবন-সৈন্য জয়মদে মাতি,
মদের প্রভাবে মত্ত যথা মহানাদ,
অথবা হইলে ক্ষিপ্ত বনেশ্বর যথা,
অস্মদীয় জননীর হৃদয় মাঝারে
(কমল হইতে যাহা আছিল কোমল)
হানিল শোকের যাঠা। শোকাতুরা মাতা
বিষম প্রহার-যোগে হইলা কাতরা !
হায় ! এ সময় তাঁ'র দুখের লহরী
নবতাপ-তাপে তপ্ত প্রবাহ মিলনে
উথলিল বাজে ; যথা নিদাঘ সময়ে
হিমপ্রস্থ নিবাসিনী সাগরগামিনী

তরলিত হিম-যোগে ! নিরখিলা প্রসূ
তনয়গণের নাশ যবনের করে
স্বনয়নে। দুখিনীর এ দুখ দর্শনে
কেহ না হইল দুখী। যবনের দল
যাহাকে দেখিল তা'র করিল হনন
দ্বেষ ভরে ; ছিন্ন শির ল'য়া তা সবার
শুম্ভ-শিবা রণে যথা পিশাচের দল,
একত্র করিল সুখে, যেমন আপণে
অঙ্গার গুটিকাকার গুটিকা-নিচয়ে
রাখে স্তূপে ; রোষভরে আর্য্য শিশুগণে
(বিধাতার বিড়ম্বনে যাহারা আছিল
অসহায়) মায়া ত্যজি কৃপাণের মুখে
সমর্পিল, বীর শূন্য করিতে ভারতে !
হায় ! যবনের এই নিন্দিত আচারে
বিরূপ হইলা অসি শিশুর শোণিতে
প্রকাশিতে মনস্তাপ। বিজয় গরব !
ধন্য তুমি মহীতলে ! তোমার প্রভাবে
বিপথে প্রস্থিত নর হয় অনিবার !
লুণ্ঠিয়া রমণীগণে যবন ভূপতি,
(যথা ভীরু লুঠে হর্ষে শার্দ্দূল-সঞ্চিত
আমিষে) উল্লাস-ভরে আপন নগরে
পাঠাইলা রক্ষী সহ, পরম যতনে,
পুরনারী করিবারে। বিজয়-বল্লভ !
দস্যুহ'তে কোন গুণে তুমি অপ্রকাম ?

এমতে যবনসৈন্য করি মহামার
ব্রহ্ম-ঋষি দেশে, এবে পুণ্য ভূমি মাঝে
হইল উদয়, যথা আর্য্যকুলাশিবে
গগন হইতে উল্কা পড়িল ভারতে !
তাহাদের জয়ডঙ্কা-নিনাদ শুনিয়া
পৃথুরাজ*—আর্য্যকুল-নলিন-দিনেশ,
(যার যশে ইন্দ্রপ্রস্থ,—খ্যাত দিল্লী নামে
দিলুরাজ হ'তে,—ছিল সদা দীপ্তিমান,
অরুণ-উল্লাসে যথা ধরণীর অঙ্গ,
কিম্বা শশী পরকাশে যেন নভস্তল),
হইলা ক্রোধন, যথা দুরন্ত কাসার
পটহের রব শুনি। সচিবের প্রতি
জিজ্ঞাসিলা ;—কহ মোরে যবনের দল
কিরূপে তরিল সিন্ধু—আর্য্য বীরগণ-
রক্ষিত, কদলীবন আশু-গ-জে যথা,
কিম্বা শূল-ধরে যথা পাণ্ডব-শিবির !
বুঝিলাম বীর নাই পাঞ্চাল-অঞ্চলে !
সে কারণে প্রবেশিল যবন ভারতে,
আলবাল ভঙ্গে যথা ভূধর-দুহিতা
তটবাসী জনপদে করে প্রবেশন।

* পৃথুরাজ সূর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় মাতামহ দিল্লাধিপতি চন্দ্রবংশীয় রাজা অনঙ্গপালের পোষ্যপুত্র হইয়াছিলেন। চাঁদকবি এবং অন্যান্য ইতিহাস বেত্তারা এই কারণেই ইঁহাকে পৃথুরাজ 'চৌহান' কহিয়া গিয়াছেন।

ভারত শশীরে এবে রাহু পরশিল !
আর রক্ষা নাই ! আর্য্য হইবে বিনষ্ট
যবনের করে ! ব্যাধি জিনিয়া বসিলে
কভু কি ভেষজে পারে করিতে শমন ?
আর্য্য-সুখ-শশী এবে হ'ল অস্তমিত !
এতেক কহিয়া রাজা—তাপিত হৃদয়,
নিরবিলা। করযোড়ে তখন সচিব
কহিতে লাগিলা ;—হায় ! আর্য্য-কুলমণি !
কি কহিব আর ! মম শিহরে অঙ্গক
সে কথা স্মরণে ! চাঁদপুন্দি মহাবীর,
লাহোরের অধিপতি, তব প্রিয় সখা,
ত্যজিয়াছে ধন প্রাণ ঘোর রণ করি
যবনে রোধিতে। তবে হইয়া নিরাশ
যতেক পাঞ্চালবাসী—সেনানী-রহিত,
(রক্ষক-বিহীন যথা পশুপাল) রোষে
করিল বিকট যুদ্ধ তাহাদের সহ
প্রাণপণে। অগণিত যবনের গণ
পড়িল সমরক্ষেত্রে, যেন নাশিবারে
ক্লেশরাশি—বহুদূর ভ্রমণ জনিত,
চিরনিদ্রা-বশে। শেষে আর্য্য-যোধগণ
সঁপিলা জীবনরত্ন যবনের করে,
স্বজাতীর শূরতার পরিচয় দিয়া,
কাঁদাইয়া নিজ দেশে ! অরাতি সূদন !
সুখের পাঞ্চাল এবে দুখের আগার !

প্রিয়তর পুত্রশোকে জনক জননী,
পতিশোকে ম্রিয়মাণা ললনা-নিচয়,
যথা স্বর্ণ শূরকরে, কিম্বা পুরাকালে
নিষাদে বধিলে কান্তে ক্রৌঞ্চ-বধূ যথা,
(যার শোক-তরঙ্গ নিরখি মুনিবর,
ভৃগুকুল-অলঙ্কার, তাপিত হইয়া
শাঁপিলা নিষাদে), কিম্বা বরিষা-প্রকাশে
মধুবন যথা, শিরে করি করাঘাত
কাঁদিতেছে দিবানিশি। সবে নিরানন্দ
আছে তথা! জ্বলিতেছে শোকের আগুন
নিরন্তর, দশমুখ চিতানল যথা!
প্রভাত সময়ে পিক কুহুরব করি
যামিনী-প্রস্থান-বার্ত্তা করয় প্রদান
দিনচরে, বীণাবাদ বেণু-গীত-যোগে
নৃপতি গণের স্বুপ্তি ভঙ্গ করে যথা;
কিন্তু তথা জনগণ-আর্ত্তনাদ-ভরে
জাগরিত হয় জীব চকিত হইয়া!
প্রভঞ্জন—তাপিতের তাপ-নাশকারী,
বিদগ্ধ হইয়া শোক-পাবক-পরশে
ধাইছে তুহিন শৈলে জুড়াইতে প্রাণ,
তুচ্ছ করি সিন্ধুনীরে। কুসুম নিচয়
বিরস বদন সদা! শোকে মধুকর
বিজন গহনে পশি ত্যজি জনস্থান
পাঞ্চাল-পতন-বার্ত্তা গায় অনারত

সকরুণ তান সহ বিটপি-সমাজে !
হায় ! কত শত নারী (অম্বুরুহ-পতি
না হেরিলা যাহাদের বদন কমল
কদাপি) কপাল দোষে যবনের করে
অমূল্য সতীত্ব ধনে হারাইলা এবে
অসহায়ে ; যথা মণি জাঙ্গুলিক-করে
মস্তক-ভূষণে ! আর্য্য-কুলের গৌরব !
আর কি কহিব ! তথা গাভী বৎস নাই !
যবনের ক্ষুধানল করিতে নির্ব্বাণ
বিনষ্ট হইল সবে। এবে প্রেতবন
পঞ্চনদ-সুসেবিত সুখের নিলয় !

এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইলে সচিব,
দূত আসি করযোড়ে কহিলা সেকালে
প্রণমিয়া,—মহারাজ ! আইলা হেথায়
বীরেন্দ্র সমরসিংহ—চিতোরের পতি,
সসৈন্য। তখন নৃপ হরষে মগন
হইয়া, সারঙ্গকুল নিরখি বারিদে
আকাশমণ্ডলে যথা, কিম্বা হরিনেত্র
নভাক দর্শনে যথা,—কহিলা দূতেরে ;—
অরে দূত ! মোরে আজি কি কথা শুনালি !
কি দিয়া তোষিব তোরে ? মদীয় ভাণ্ডারে
আছে যে রতনরাজী সবে অকিঞ্চন
তুলনা করিলে এই বারতার সহ !
এতবলি আপনার কণ্ঠ-শোভাকর

মণিময় হার সমর্পিলা দূত-করে
পুরস্কার হেতু। ল'য়া সর্ব্ব সভাস্তারে
চলিলা নৃপতি তবে মহানন্দে মাতি
ভেটিতে চিতোর-রাজে। মহা সমারোহে
মিলিল উভয় দল। বহিল নগরে
আনন্দ-লহরী,—যাহে নাগরিকগণ
ভাসিল সেকালে! এবে শ্রান্তি করি দূর
জুগুপ্সিলা পৃথুরাজে চিতোর ঈশ্বর
চাঁদপুন্দি-সহায়তা না করার তরে।

এমতে সমরসিংহ-প্রতিরোধ শুনি
পৃথুরাজ, প্রতিশোধ লইতে তখন
যবন-উপর, ক্রোধে হইলা কম্পিত,
পুচ্ছেতে পাইলে ঘাত কালফণী যথা.
মহাকোপে। এবে রাজা, ক্রোধপূর্ণ আঁখি,
দুঃশাসনকৃত কৃষ্ণা-অপমানে যথা
ভীমবল ভীমসেন, অথবা গহনে
শুনিয়া নিষাদ-শ্বান-স্বান মৃগপতি
যথা। মহাক্রোধভরে কহিতে লাগিলা;—
"অরে রে যবন! তোর এত অহঙ্কার!
কোন গুণে গুণী তুই? না ভাবিস মনে
একবার আর্য্য-শূর-শৌর্য্য-বিবরণ!
অস্তমিত হয় রবি নক্ত-আগমনে,
কিন্তু আর্য্য-যশো-ভানু সদা দীপ্যমান!
যতক্ষণ কণামাত্র রুধির রহিবে

আর্য্যের শরীরে, তার না হ'বে পতন
তত্তক্ষণ। ভাগ্য বলে লইলি পাঞ্চাল
সত্য, নক্র-উপার্জ্জিত পিশিত নিচয়
ভুঞ্জে মীন যথা; কিন্তু থাকিতে ভারতে
পৃথুর জীবন, জয় কভু না লভিবি!
বীরেন্দ্র-রাঘব-সুত-লববংশজাত
পৃথুরায়! (যেই লব করিয়া সংগ্রাম
পিতা সহ আদিকবি-তপস্যা-কাননে
নাশিয়াছিলেন স্বীয় জনকে!)—কদাপি
ক্ষমা নাই পৃথু-হস্তে! এ ঘোর সমরে
হয় পৃথু দিবে প্রাণ নতুবা জিনিবে!
এ যে নহে জয়পাল—ক্ষত্রকুলাঙ্গার,
কভু না সঁপিবে তনু জ্বলন্ত জ্বলনে,
সতীত্ব-বিনাশ-ভয়ে নারীগণ যথা,
ত্যজিয়া সমর-ভূমি! ভারত জননি!
হইবি গো কাঙ্গালিনী তুই বৃদ্ধকালে!
পৃথুর মরণে তোর কেহ না রহিবে
মা বলিতে! দিবানিশি কাঁদিবি আকুলে!
অদৃষ্ট-লিখিত মাতঃ! না হয় বিফল!
ঘটিল এ সব তোর কপালের দোষে!"
এতবলি বীরসিংহ পৃথু নরাধিপ,
যবন-দপট-ক্ষুব্ধ, যথা সুর-রাজ
অসুরের বীরগর্ব্বে,—নিজ সেনাগণে
নিদেশিলা সাজিবারে সমর কারণ

যবনের সহ। শুনি অগ্নি-যন্ত্র-নাদ
কভু কি শার্দ্দূল থাকে নিদ্রিত ? অথবা
নকুল-গর্জ্জন শুনি মহা বিষধর
কভু কি নীরব রহে ? এবে রণানল
জ্বলিয়া বিষম তেজে ব্যাপিল চৌদিকে
ঘোররবে। সে অনল বিস্তারি রসন
নিরন্তর শোণিতের আহুতি মাগিল ;
অনন্তর শান্তি করি রুধির-পিপাসা
মহানন্দে, ভীম-কান্তা মহা ঘোররণে
রক্তবীজ-রক্তে যথা,—নির্ব্বাণ হইল
অবশেষে। অকিঞ্চন হইল ভারত !

নৃপাদেশে সেই কালে সমর-দুন্দুভি
বাজিল সঘনে দিতে কটকে ঘোষণা।
সাজিল সকল সৈন্য—সমর-ভৈরব,
ভৈরব-বাহিনী যথা ত্রিপুর-দলনে,
যুঝিতে যবন-সহ। স্বানিত হইল
রণসিঙ্গা ; সেনাগণ যে রব শুনিয়া
হইল সমর-মত্ত, পূর্ব্বদেবগণ
উশনার উপদেশে যথা। যুদ্ধসার
অবিরত হ্রেষারব করিতে লাগিল
খনিয়া ধরার অঙ্গ, যেন ভাবি মনে
আর্য্যগণ-পরাজয় যবনের জয়।

সাজিলে সকল সৈন্য, পৃথু মহারাজ,
সমরসিংহের পুত্র রণসিংহ বীরে

রাখিয়া নগরে, তবে চিতোরেশ সহ
আরোহিয়া গজ-পৃষ্ঠে সেনাগণ সঙ্গে
চলিলা যবন-মুখে, যথা পুরন্দর
দেব-সেনা ল'য়া সঙ্গে বৃত্রের সমরে।
বীর-রসে ভাসি সৈন্য মনের হরিষে
নিরন্তর জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।
তবে মহারাজ স্বীয় বাহিনীর প্রতি
কহিতে লাগিলা,—"এই মনুষ্য-শরীর
মুহূর্ত্তে বিলয় হয়, যথা নীর-বিম্ব,
কিম্বা ইন্দ্র-ধনু যথা আকাশমণ্ডলে ;
কিন্তু কভু নাহি হয় কীর্ত্তির বিলোপ !
যাহার আছয় কীর্ত্তি এ মহীমণ্ডলে
সে অমর ! বীরগণ জিনিয়া যবনে
রাখহ আপন কীর্ত্তি, রাখ নিজ খ্যাতি !
ধন্য কহি সেই জনে যে দেয় জীবন
জনম ভূমির হিতে ! তা'র স্বর্গবাস
কেহ না খণ্ডিতে পারে ! হয় অলঙ্কৃত
সাগর-অম্বরা তা'র কীর্ত্তি-মেখলায় !"
এইরূপে সৈন্যগণে দিয়া উপদেশ,
জনক সন্তানে যথা অন্তিম সময়ে,
যাইতে লাগিলা রাজা—ক্রোধে কম্পবান,
যবনের মুখে, যথা মত্ত করিবর
ধায় মত্ত করিবরে,—ল'য়া নিজ সঙ্গে
চতুরঙ্গ দল। পৃথ্বী হইল কম্পিত

সেনার গমন-ভরে ; ধূলিকা পটল,—
প্রলয়ের মেঘ যথা,—উথিত হইয়া
বাহিনী-গমন যোগে, আবরিল তদা
প্রভাকরে,—যাহে ছায়া-রমণ-শরীর
মলিন হইল যেন বংশ-নাশ-ভয়ে !
অসিকোষ-বিনির্মুক্ত অসি-চকমকি,
ক্ষণভার প্রভা যথা, চকিত করিল
তুরঙ্গ মাতঙ্গগণে। মহা ঘোররবে
রণঢক্কা রণকাড়া বাদিত হইল।

দিবানিশি রাজসৈন্য করিয়া গমন,
ত্যজিয়া বিশ্রাম, শেষে কাগরের কূলে
দেখিলা যবন গণে ; যে বল্লীর তরে
আছিল চিন্তিত তা'রা এবে সে ব্রততি
জড়িত হইল তাহাদের পদ-মূলে !
তখন বাধিল যুদ্ধ—অতি ভয়ঙ্কর,
দুই দলে, যথা কুরু-পাণ্ডব-বাহিনী
করিল তুমুল রণ দ্বাপরের শেষে ;
কিম্বা দেব-দানবের ভীষণ সংগ্রাম
হইল পূর্ব্বেতে যথা ! রাজ-সৈন্যগণ-
শরজালে আচ্ছাদিত হইল অম্বর,
শরদার সমাগমে কঙ্ককুলে যথা।
কিন্তু সেই শরজাল যবনের দল
বিনষ্ট করিল শীঘ্র অগ্নিবাণ যোগে,
প্রচণ্ড পবন-বেগে নীরদের দল

ছিন্ন ভিন্ন হয় যথা ; কিম্বা সৌরকরে
অন্ধ তামসের যথা হয় বিনশন।
অনল বাণের কাছে শরজাল ছার !
কভু কি শাসিতে পারে জলরঙ্কগণ
পক্ষিরাজে ? কিম্বা হিম-শীকরনিকর
কভু কি নাশিতে পারে দাবানল-দাবে ?
এইরূপে দুইদলে হ'লে হানাহানি,
উভয়পক্ষের শ্রেষ্ঠ যোধ অগণন
হইল শয়স্ত ভূমে জনমের মত,
প্রবল পবন-যোগে তৃণরাজ যথা !
প্রলম্বিত-শ্মশ্রুযুত যবন-মস্তক,
সকুণ্ডল আর্য্যমুণ্ড, হইল লুণ্ঠিত
ভূমিতলে, নভস্যের তালফল যথা !
তবে দিল্লীপতি-ভট মহাবীর দাপে
সিংহনাদে রণ-ভূমি করিয়া কম্পিত
ভীষণ গদার ঘাতে অগণ্য যবনে
বধিলা ; সুতীক্ষ্ণ অসি করিয়া প্রহার
কাহার কাটিলা শির, কা'র হস্তপদ ;
যবনের সেনা যাহে হইয়া অস্থির
লুঠিতে লাগিল ভূমে, পারাবত যথা।
মৃতক-রুধিরে রণ-অঙ্গন তখন
হইল পঙ্কিল ; হর্ষে শকুন্ত সকল
পাকশাট মারি মৃত দেহের উপরি
ক্ষণে ক্ষণে নিপতিত হইতে লাগিল

নির্ভয়ে ; জম্বুকদল বিস্তারি দশন
মেদ-মাংস-বসা-লোভে হইয়া ব্যাকুল .
ভ্রমিতে লাগিল সেথা ঘোর রব করি।
দুই দিন দুই রাতি হইল সমর,
লোমহর্ষ, কিন্তু কেহ না জিনিল কারে ;
তৃতীয় দিবস—অস্ত সময়ে ঘটিল
অপূর্ব্ব ঘটনা এক, যাহাতে ডুবিল
দুঃখ-পারাবার-নীরে ভারত-চন্দ্রমা !
বিধির কঠোর আশা পূরিল তখন !
সহসা নৃপতি-সৈন্যে হইল প্রচার
রাজার মরণ ; যাহে আর্য্য-সেনাগণ
পলায়ন-পরায়ণ হইল সকলে
ত্যজি রণভূমি। রাজ-সেনাপতিগণ
হইলা ফাঁফর দেখি স্বগণের ভঙ্গ ;
ফিরাইতে নারিলা সে ভঙ্গ-দ সেনায়।
হায় ! তীব্র নদী বেগে কে রোধিতে পারে ?
ভয়ের উপরি ভয় দিল দরশন
সেই কালে। দুরদৃষ্ট কভু কি একাকী
করে আক্রমণ ? সেই অশুভ লগনে
পড়িলা সমরসিংহ—মিবারের ধ্বজা,
যবন সমরে। সৈন্যে হ'ল হাহাকার !
মিবারের আশালতা এবে শুকাইল !
আর্য্য-সৈন্য-বিদ্রাবণে পৃথু নরপাল
ভারতের ভাবী দশা করিয়া চিন্তন

হইলা ব্যাকুল অতি। শোকের ঝটিকা
বহিয়া প্রবল বেগে রাজার হৃদয়ে
করিল কম্পিত তাঁর ধৈরজ-পাদপে
সেই কালে। ডাকি নিজ সেনাপতিগণে
কহিতে লাগিলা রাজা,—"ওহে বীরগণ!
দেখহ যবন-দম্ভ! পশুর সমানে
বধিছে আর্য্যের গণে! স্বজাতীর ক্ষয়
কার প্রাণে সহে? জন্মভূমির দুর্দ্দশা
যে দেখে আপন চক্ষে ধিক্ তা'র প্রাণে!
সন্তান বলিয়া তা'য় না করি গণন।
যতক্ষণ আছে প্রাণ দেহে ততক্ষণ
করিব সমর; অসি কভু না ত্যজিব
ভীরুকের প্রায় কালি দিয়া ক্ষত্রকুলে!
কেমনে এ কালা মুখে পশিব নগরে
পুনর্ব্বার! বীরগণ! দুরন্ত-কেশরী
কভু কি পিঞ্জরে রহে?" এতেক কহিয়া
আরোহিলা তুরঙ্গমে ত্যজিয়া দ্বিরদে।
তবে বীরবাহু ত্যজি জীবনের আশা
প্রবেশি অরাতি মাঝে, যেন রবিবিম্ব,
অম্বর-গলিত, খর খাণ্ডার প্রহারে
বিস্তর যবনে নাশ করিলা তখন,
দ্বিপী যথা অবিবৃন্দে করয় সংহার
মহারাগে, কিম্বা নলবনে যথা করী!
অনন্তর বিক্রমের দিয়া পরিচয়

সম্বরিলা বীরলীলা যবনের করে
কাগরের তীরে, যথা কার্থেজের ভূষা
হানিবল-সহোদর, বীরচূড়ামণি,
ত্যজিলা জীবন-নিধি রোম-সৈন্যকরে
মিতরস-কূলে ! দুঃখতরঙ্গিণী-স্রোতঃ
বহিল প্রবল বেগে ভারত-হৃদয়ে
সেই দিন হ'তে ! আর্য্য-যশঃ-প্রভাকর
অস্তমিত হইলেন চিরদিন-তরে !

তৃতীয় সর্গ।

পৃথুর নিধন আর সমরের নাশ
দূত আসি পুরমধ্যে ত্বরিত হইয়া
করিলা প্রচার, বীর রণসিংহ পাশে
কান্দিতে কান্দিতে। এই ভীষণ সন্দেশ,
অশনি-নিপাত সম, শুনিয়া তখন
রাজপুত্র—ধৈরজ-কঞ্চুক-সমাবৃত,
অঙ্গনাথ-অঙ্গ যথা বাসব-প্রদত্ত
কবচে,—রহিলা স্থির অক্ষোভ হৃদয়ে।
কভু কি কম্পিত হয় ভুধর-শিখর
মহাবাতে? কিম্বা ধরা-কম্পন-সময়ে
কোন কালে কাঁপিয়াছে কীর্ত্তিবাস-পুরী?
তবে রণসিংহ—শোক-মোহ-বিবর্জ্জিত,
জিজ্ঞাসিলা;—কহ দূত! চিতোর-প্রবীর
কিরূপে করিয়া রণ যবনের সহ
সমর-শয়নে সুপ্ত হইলা অকালে?
রাজপুত্র-অঙ্ঘ্রি-যুগ বন্দন করিয়া
নিবেদিলা দূত তবে;—নৃপতিনন্দন!
স্মরণে সে বিবরণ কাঁপে হিয়া মম।
দেখিয়াছি নিজ নেত্রে সিংহের বিক্রম
ঋক্ষ-রণে; কিন্তু প্রভো! কভু হেরি নাই

এরূপ বিক্রম জীর্ণ মনুজ-শরীরে
অদ্যাবধি ! ধন্য গুহা-বংশধরগণ !
যবনের সৈন্যে দেখি রণে আগুয়ান
তব পিতা—যুগান্তের শমন সমান,
চিতোরের সৈন্যসহ পশিলা অচিরে
শত্রু-মাঝে, মহারোষে যেমন সুপর্ণ
নাগমধ্যে। দুই দলে বাধিল সমর,
মহাভয়ঙ্কর। তবে আর্য্য-সেনাগণ
বরষিল নানা অস্ত্র বিপক্ষ-উপরি।
যে অস্ত্র-ঘাতনে বহু যবনের সেনা
ত্যজিল পরাণ, যথা তুষার-পতনে
ভূধর-শিখর-বাসী পতঙ্গমকুল
নষ্ট হয়। আরোহক সহিত তুরঙ্গ,
ক্রমেল অগণ্য, প্রাণ ত্যজিল তখন।
যবনের সেনাগণ প্রাণপণ করি
করিতে লাগিল রণ ; কিন্তু আর্য্য-তেজে
হইল অস্থির সবে। অনল-সম্মুখে
স্নিগ্ধ অঙ্গে কোন কালে রহে কোন জন ?
দন্ত সহ লম্ফ দিয়া ক্ষত্রযোধগণ
ধরিয়া যবনে,—যথা বায়স সরটে,
ছেদিলা কাহার শির, কা'র হস্তপদ ;
বিদীর্ণ করিলা কাহে কৃপাণ-প্রহারে,
ঝাবু বৃক্ষে বিদারণ করে পবি যথা !
হস্ত পদ হারাইয়া বিষম জ্বালায়

লুঠিতে লাগিল কেহ ভূমিতলে পড়ি,
খণ্ডিত হইলে শির কুক্কুটক যথা !
তখন চিতোর-পতি অসি ল'য়া করে
পশিলা বিপক্ষ-মাঝে করিয়া গর্জ্জন,
সিংহ যেন প্রবেশিল মৃগ-যূথ-মাঝে
মহারাগে। নরবরে কেহ না দেখিল
সেই কালে ; নিরখিল সর্ব্বজন তাঁ'র
অসি চকমকি,—যথা ক্ষণিকা-চমক
গগনমণ্ডলে। বহু যবন-খদ্যোত
মিবারের শিখা-তরু-শিখার অনলে
হইল বিদগ্ধ। যেই আইল যুঝিতে
নৃপতির সহ, সেই হারাইল প্রাণ।
হায় ! জয়চাঁদ—কান্যকুব্জ-অধিপতি,
ক্ষত্রিয় কুলের কালি, যদি না করিত
এ কালে শঠতা, তবে যবন বিজিত
হইত নিশ্চয় ! কিন্তু সেই দুরাশয়
পাঠাইয়া নিজ সৈন্য সংগ্রাম-অঙ্গনে
দিল্লীপতি-মৃতি-বার্ত্তা করিল প্রচার
মিথ্যা করি। আর্য্য-সৈন্য হইয়া ব্যাকুল
ভঙ্গ দিল রণে ; এই অশুভ সময়ে
পড়িলা সমর-ক্ষেত্রে মিবারের বীর !
এত কহি সেই দূত রহিল তখন
মৌনভাবে। রণসিংহ গভীর বচনে
কহিলা বার্ত্তিকে ;—দূত ! অরাতি-আটোপে

কোন বীর উৎসাহিত নাহি হয় রণে ?
মার্জ্জার-গরজ শুনি বিবর-সনীড়ে
কভু কি নীরব রহে দুরন্ত ভুজগ ?
ধন্য পিতঃ ! ধন্য তব ভীষণ কৃপাণ !
স্বদেশে সাধিতে হিত অর্পিয়া জীবন
আপন কুলের খ্যাতি রাখিলা ভারতে !
এতেক কহিয়া রাজ-পুত্র মহারোষে
আদেশিলা নিজ সৈন্যে সাজিতে তখন
যুঝিতে যবনে। তবে অবরোধ-মাঝে
উঠিল ক্রন্দন-শব্দ—হৃদি-বিদারক,
পুনর্ব্বার ; যেথা পূর্ব্বে দুঃশলা সুন্দরী
হারাইয়া প্রাণকান্তে, দশতি সোদরে,
ভারত সমরে, শোকে কাঁদিলা বিস্তর।
মিবারের মহারাণী—পৃথুর ভগিনী,
পৃথা দেবী, মহাশোকে হইয়া আপ্লুতা,
বর্ষণে বিটপী যথা বরিসা সময়ে,
শিরে করাঘাত করি কাঁদিতে লাগিলা
ভূমে পড়ি। হায় বিধি ! কেমনে দেখিলা
মুকুতার বিকীরণ শ্যামক-নিবাসে ?
জানিলাম তব চিত্ত পাষাণে গঠিত !
বিলাপিয়া পৃথা তবে কহিতে লাগিলা
শোকভরে,—হে বিধাতঃ ! কি দোষের দোষী
এ দাসী তোমার পদে ; যে দোষের লাগি
হরিলা এ অভাগীর হৃদয়ের নিধি ?

কঠিন তোমার সম নাই ত্রিভুবনে
কেহ আর! মিথ্যা লোকে কহে হে তোমায়
পদ্ম-গর্ভ্ভ! সরোজেতে যাহার উদ্ভব
কভু কি তাহার স্বান্ত হয় বিসময়?
দেখ! আজি বীর-সিংহ মিবার-ঈশ্বর
(সুখদ শয়নে যা'র নিদ্রা না হইত
বহু যত্নে) ভূমিতলে আছে বিলুণ্ঠিত
মহা নিদ্রাবশে! হায়! সুগন্ধি-নিচয়ে
যে শরীর অনুলিপ্ত হইত সতত,
আজি সে রুধির-লিপ্ত! কিঙ্কর সমূহ
করিত যে অঙ্গে সদা চামর ব্যজন,
পক্ষের ব্যজন করে ভারণ্ড সকল
আজি তাহে! নৃপগণ যাহার নিকটে
রহিত অঞ্জলিবদ্ধ ভৃত্যের সমান,
এখন বিস্তারি দন্ত শিবা শ্বানগণ
তাহাকে বেষ্টন করি করে ঘোরনাদ!
এত বলি মহাদেবী হাহাকার করি
পড়িলা ভূতলে, যথা পবন-আহতা
বন-লক্ষ্মী। পুনরায় করুণ বচনে
কহিতে লাগিলা খেদে;—হায় প্রাণনাথ!
কোথায় রহিলা এবে ত্যজিয়া দাসীরে?
তোমার আশ্রিতা দাসী! নাহি তা'র গতি
তুমি বিনা! তব পদে আছে কি সে দোষী?
দয়ার সাগর তুমি জানে সর্ব্ব-লোকে;

তবে কেন কিঙ্করীরে নাহি কর দয়া ?
প্রিয়তম ! একবার দিয়া দরশন
জুড়াও দাসীর প্রাণে ! আসিছে যবন
মহাবেগে, অম্বুরাশি গিরি-কূট হ'তে
যথা, বিনাশিতে তব সহোদরগণে ;
তব জননীরে শোক-অকূপার-নীরে
ভাসাইতে। শাসিবারে দুরন্ত যবনে
কেন না আইস এবে ? পূর্ব্বে যে কহিলা
নাশিবে যবনে ; তব প্রতিজ্ঞা কোথায়
রহিল ? কেমনে প্রাণ ধরিবে চিতোর
তোমার বিহনে ? নীর-শূন্য সরোবরে
মীন কি জীবিত রহে ? রে কঠোর প্রাণ !
কি সুখে আছিস আর আমার শরীরে ?
পতি-হীনা রমণীর সকল বিফল !
ধিক্ তার জীবনে ! যৌবনে শত ধিক্ !
নলিনী কি শোভা পায় বিনা মধুকরে ?
এত বলি শোকাকুলা মিবার ঈশ্বরী
পুরনারীগণে চাহি কহিলা তখন ;—
কান্তের সকাশে আমি যাইব নিশ্চয়
সেবিতে চরণ তাঁ'র, জুড়াইতে প্রাণ ;
কে যা'বি আমার সঙ্গে ? আয় ত্বরাকরি।
বিলম্ব হইলে ক্রুদ্ধ হইবেন প্রভু
মোর প্রতি। এত শুনি পৃথুর মহিষী,—
জয়চাঁদসুতা, সর্ব্ব পুরকান্তা সহ

নিন্দিয়া জনকে, চিতা আরোহণ তরে
সাজিলা, যেমন বহু বিধুর উদয়
হইল ধরণীতলে ! হায় ! চিরদিন
সমান না যায় কভু ! যেই নারীগণে
না দেখিলা বিকর্ত্তন, আজি বিধিবশে
সবার প্রত্যক্ষ তা'রা ! তা'রা কাঙ্গালিনী !
ইহলোক-সুখ যত জলবিম্ব প্রায় !
অনন্তর নারীগণ হইয়া উন্মনা
গাইতে গাইতে গান—শোকরসযুত,
প্রবেশিলা বৈশ্বানরে। চিতা-ধূমযোগে
তিমিরে হইল পূর্ণ গগন তখন।
নীরব হইল সব ! সব ফুরাইল !

এদিকে যবন ভূপ জিনিয়া সংগ্রাম
নগরের অভিমুখে আসিতে লাগিলা
মহাদর্পে, যথা মত্ত খণ্ডিয়া নিগড়
ধায় জন-বাসে। এবে প্রচণ্ড যবনে
কে রোধিতে পারে আর ! ভাঙ্গিলে বন্ধন
কখন কি রুদ্ধ হয় স্রোতস্বতী-বেগ !
যবনের আগমন করিয়া শ্রবণ
যতেক নগরবাসী ত্রাসিত হইয়া
ধাইলা চৌদিগে, যথা শিখাবলে হেরি
ভুজঙ্গম ; কিম্বা শ্যেনে করি নিরীক্ষণ
পারাবত ভয়ে যথা। রণসিংহ তবে
ত্যজিয়া সকল আশা, যেমন বিবেকী,—

জাহ্নবীর তটবাসী,—কতিপয় যোধে
লইয়া আপন-সঙ্গে প্রবেশিলা রণে।
হায়! তটিনীর বেগে সৈকত-বন্ধন
কভু কি বান্ধিতে পারে? কিম্বা নিষ্ঠীবনে
শক্তু কি দলিত হয়? যবনের সহ
অচিরে বাধিল রণ—অতীব ভৈরব।
তখন বিবিধ অস্ত্র—শেল, শূল, যাঠা,
নারাচ, তোমর, ভল্ল, পরশু, মুদ্গর,
পরিঘাদি,—রোষে আর্য্য যবন উপরি
বরষিলা, ঘনকালে জীমূতের দল
বরিষয় যথা। কিন্তু বিধি যা'রে বাম
কেহ কি সাধিতে পারে তাহার কল্যাণ?
অবিরল ক্ষত্রগণ সমিদ্-অঙ্গনে
পড়িতে লাগিল, যথা সরল পাদপ
প্রলয় পবনে। তবে সমর-দুর্ম্মদ
রণসিংহ প্রবেশিলা যবনের মাঝে
হুহুঙ্কার করি, যেন সমাজ-সমূহে
পশিল মৃগেন্দ্র; কিম্বা মানকের বনে
শল্যকণ্ঠ যথা। হৃদে গণি মহাভয়
যবন হইল ভীত, অভিমন্যু-রণে
কুরুবল যথা! রাজকুমার-প্রহারে
বিস্তর যবন-সৈন্য হারাইল প্রাণ।
তখন যবনসেনা একত্র হইয়া
বৃতিয়া কুমারে, যথা নিষাদের দল

হস্তিকক্ষ্যে,—ক্রোধ ভরে তাঁহার শরীরে
প্রহারিল নানা অস্ত্র, যথা খতমাল
প্রাবৃষায় ধরা-অঙ্গে করে বরিষণ।
বিষম প্রহার-যোগে রণসিংহ বীর
কাতর হইয়া প্রাণ ত্যজিলা তখন
সম্মুখ সমরে ; দিয়া যবন সেনায়
বিক্রমের পরিচয় ! হাহাকার রবে
কাঁদিলা আর্য্যের গণ ; যবনের দলে
বহিল আনন্দ-নদী খরতর বেগে !

চতুর্থ সর্গ।

রণসিংহ রণে যদি হইলা নিহত
কেহ না আইল আর রোধিতে যবনে।
ভিখারিণী হইলেন ভারত প্রসূতি
বহু সুত বর্ত্তমানে! সাজার জননী
গঙ্গা নাহি পায় কভু! নির্ম্মম যবন
শোক-জীর্ণা জননীরে শাসন-নিগড়ে
বান্ধিল তখন। ধিক সেই সুতগণে!
প্রসূর বন্ধনকালে যাহারা আছিল
বিদ্যমান! যবনেশ সাহেব উদ্দীন
বাজাইয়া এবে হর্ষে বিজয়-দুন্দুভি
প্রবেশিলা সৌধমাঝে। হায়! রবিতেজ
প্রবেশিতে যেথা সদা হইত শঙ্কিত,
যবন পশিল সেথা নির্ভয় শরীরে
আজি! বিধি-বিড়ম্বনে ফণীর বিবরে
মূষিকের বাস! কিম্বা খগপতি-বাসে
নাগের বসতি! তবে লোলুপ যবন
লুঠিল মনের সাধে সকল সম্পদ,
ফলিনের ফল লুঠে বলি-মুখ যথা!

---

* মহম্মদ সাহেব উদ্দীন।

অথবা শলভ যথা শস্যের কেদারে !
কিন্তু ই'থে তাহাদের আশা না পূরিল
না হেরিয়া নারীগণে। পৃথু-সীমন্তিনী-
লভিতে যবন-রাজ-চিরন্তন লোভ,—
যথা কালনেমি-লিপ্সা লভিতে সুন্দরী
ময়পুত্রী,—দৈববশে হইল বিফল।
মহাতাপে যবনেশ হইলা তাপিত
সে কারণ, হারাইয়া বুভক্ষু বিষার
নিজ ভক্ষ্যে যথা ; কিম্বা লোলুপ জালিক
কূটযন্ত্র-গত মীন পলাইলে যথা !
যবনেন্দ্র-হৃদে এই ঘোর মনস্তাপ
জ্বলন্ত অনল সম চিরদিন তরে
জ্বলিল ! যবন তোর ইতর বাসনে
ধিক সদা ! ধরিবারে চাহ শশধরে
বামন হইয়া ! সাধ্বী আর্য্য-ললনায়
পরশিতে কোন জন পারে কোন কালে ?
জ্বলন্ত পাবকে কর কে করে প্রসার ?
অনন্তর ধনলোভে যবনের দল
লুঠিল নিগমে, পশি প্রতি ঘরে ঘরে।
যাহার আছিল যাহা (রজত, কাঞ্চন,
হীরা, মণি, মরকত) বল সহকারে
লইল যবন, যথা হ্রদিনীর স্রোত
বরিষার বারি-যোগে প্রবল হইয়া
পারাবার-বাসী ক্ষেত্র-বিভূতি নিচয়ে

গ্রাস করে ; কিম্বা লোমশাতক যেমন
নির্দ্দয় হৃদয়ে ধরি ভীরুক উরণে
হরে তা'র লোমাবলি ! এ ঘোর লুণ্ঠনে,
ইন্দ্রপ্রস্থ-অধিবাসী, দীনতা-বিহীন,
অলকার প্রজা যথা,—হইল দুর্গত
একেবারে, যেন তরু ফল-পত্র-হীন ;
অথবা সলিল-হীন সরোবর যথা !
তখন যবন-বীর—আর্য্য-বিদূষক,
রোষ-ভরে আদেশিলা আপন সেনায়
ভাঙ্গিতে যতেক দেব-দেবীর মূরতি
মঠ সহ। সেনাগণ প্রভুর নিদেশ
পালিল আনন্দে। হায় ! যে সুখ-ভবনে
সাজাইলা দনুজেশ অপূর্ব্ব সংসদে
শ্রীপতির নিয়োজনে ; নিরখি যাহায়
বিষাদ-জলধি-জলে ডুবিলা কৌরব ;
যেথা বিরাজিত অট্ট—অতি মনোহর,
রতন-খচিত, শিল্পী-শিল্প-সুশোভিত,
(যা'র শির-শোভাকরী জয়ন্তী বারিদে
পরশিত নিরন্তর, যেন হর্ম্ম্যমালা
অম্বর-মণির তাপে হইয়া তৃষিতা
বিস্তারিত রসনায় বারি পান তরে
অভ্রপাশে) ; যেথাকার প্রমোদ-কাননে
(যে কাননে মধুঘোষ—ঋতুরাজ-সখা,
মধু-ভ্রমে দিবানিশি করিত বসতি)

বিবিধ কুসুমবৃক্ষ—মালতী, চম্পক,
শিবমল্লী, কুমারিকা, অশোক, ভণ্ডির,
শেফালিকা,—শিরে ধরি কুসুমের ভার
রহিত নমিত ; যা'র সরোবর-মাঝে
কমলিনী ভৃঙ্গসহ প্রেম আলাপনে
যাপিত বাসর, যথা বাসরে দম্পতী ;
যথাকার হট্টমাঝে ঘরট্টের রোল,
প্রলয়ের জলধর-গরজ-সমান,
শুনিয়া শ্রবণযুগ হইত বধির ;
যথাকার অঙ্গরাগ-বিপণী-বিবধ
হইত লোহিত বর্ণ পিশুন-কিরণে,
অস্তাচলে আরোহণ করিলে থমণি
বারুণী শোভয় যথা কুঙ্কুম বরণে ;
যামি-সমাগমে যা'র কুট্টিম নিচয়,
প্রাকারের পংক্তিরূপ যোগপট্টধারী,
রতন-খচিত-অঙ্গ, অভিমান সহ
অম্বরে করিত ব্যঙ্গ ; ভারত মাঝারে
সর্ব্ব সুখ-ধাম বলি ছিল যা'র খ্যাতি
শ্মশান হইল তাহা যবনের ক্রোধে
এবে ! রাজলক্ষ্মী-পুরী নাশিল যবন,
সোণার সিংহলে যথা ঝম্পারু দলিল !
যে সকল দেবকুলে কঠিন দেখিল,
বিরূপ করিল তাহে যবনের সেনা
নানামতে ; দ্বেষভরে প্রতিমা নিচয়ে

চূর্ণ করি রাজপথে করিল প্রক্ষেপ।
প্রাণভয়ে যেই জন ত্যজি নিজ ধর্ম্ম
আমিনা*-তনয়-পদ করিল আশ্রয়,
যবনের তরবারে সে পাইল ত্রাণ;
কিন্তু যেই ধর্ম্মনিষ্ঠ রহিল নিশ্চিত
আপন স্বভাবে, সেই যবন-কৃপাণে
সমর্পিল ধন প্রাণ পরিজন সহ।
যবন করিল তা'র বিশেষ দুর্গতি!
হায়! পঙ্কে নিপতিত দেখিয়া বারণে
মণ্ডূক করয় তা'র শিরে পদাঘাত!
এই রূপে ইন্দ্রপ্রস্থে করি ছারখার
যবন-অধীশ,—যথা নন্দনকাননে
বিভাবসু, কিম্বা যথা বারাণসী ধামে
(যে ধামে সৃজিয়া সর্ব্ব মনের হরিষে
অর্পিলা বাণারে তা'র তপের কারণ)
বৃষ্ণিগর্ভ,—ক্রীতদাস কুতব-উদ্দীনে
বসাইয়া পৃথুপদে, লুণ্ঠিতের সহ
মহানন্দে নিজরাষ্ট্রে করিলা প্রস্থান।
যবন-জয়ন্তী এবে ভারতে উড়িল!
হায়! যে পদের লাগি কৌরব, পাণ্ডব
করিলা বিষম রণ—শ্রবণ-বিকট;
যে রণে ত্যজিলা প্রাণ বহু বীরগণ

* মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রচারক মহম্মদ আমিনা বিবির পুত্র ছিলেন

প্রকাশিয়া শৌর্য্য বীর্য্য; যদুকুলপতি
(মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র, ইন্দ্র যাঁর অঙ্ঘ্রিযুগ
বন্দে সদা) ভক্তি ভাবে করিতেন নতি
যে পদে; নৃপতিগণ করপুটে সদা
রহিত যে পদ-পার্শ্বে কিঙ্কর সমান;
যক্ষ, রক্ষ, নাগ গণ কাঁপিত সতত
যে পদের নামে, তাহে যবনের দাস
বসিল নির্ভয়ে আজি! অরে রে বিধাতা!
কোন প্রাণে মুক্তাহার করিলি প্রদান
কাক-কণ্ঠে? বিধিমতে জানিলাম এবে
ধরা-শাপ তোর প্রতি নহে অকারণ!

ইন্দ্রপ্রস্থ-সিংহাসনে বসিয়া কুতব,
মঘবা-আসনে যথা দুর্ম্মদ তারক,
বিস্তারিতে নিজ ধর্ম্ম তরবার যোগে
করিলা মনন। হায়! যা'র যে স্বভাব
কভু কি সে ভুলে তাহা? পিচুমর্দ্দ-ফল
কভু কি মধুর হয়? অথবা কলিঙ্গ
কোন কালে কুহুরবে করিল মোহিত?
তখন কুতব মনে করিয়া বিচার
সাহেব-উদ্দীন-পাশে নিজ অভিলাষ
জানাইলা। দূত-মুখে শুনি এ বারতা
সাহেব হরষে মাতি,—যথা মধুকর
কুসুম-সৌরভে, কিম্বা ধূনক-আমোদে
বিরহরী যথা,—ল'য়া যবনবাহিনী

আইলা ত্বরায় দিতে ভারতে যন্ত্রণা
পুনরপি। আছিল সে বড়ই নির্দ্দয়;
মৃতক-উপরি খাণ্ডা প্রহারিল রোষে!
এবে যবনের দল মিলিত হইয়া
আক্রমিল কান্যকুব্জে—জয়চাঁদ বাসে,
ক্রোধভরে, বৈশ্বানর মুঞ্জবনে যথা!
অধর্ম্মী ক্ষিতিপাধম মিত্রতার ফল,
অথবা পাপের ফল, লভিলা এখন।
হায়! কোথা কোন জন লভিল মঙ্গল
আশ্রয় লইয়া দুষ্ট দস্যু-নিকেতনে
নিশাকালে, কিম্বা ফণী-বিবর-নিকটে
সুখ-শয্যা-শয়নেতে কে যাপিল নিশি?
তবে জয়চাঁদ, আর্য্য-কুলের পাতকী,
জীবনের ভয়ে ত্যজি কান্যকুব্জপুরী
পলাইলা সবান্ধবে, লগুড় দেখিয়া
নীচপুচ্ছে গ্রামসিংহ ধায় যথা ডরে!
কিন্তু হায়! নাহি খণ্ডে কপাল-লিখন!
সুরনদী উত্তরিতে নৃপকুলাঙ্গার
হইলা মগন স্বীয় তরন্তীর সহ
গঙ্গা-নীরে। কুল তার হইল নির্ম্মূল!
বিনা দ্বন্দ্বে কান্যকুব্জ লইল যবন।
ধন্য সুরধুনি! ওগো সুরকল্লোলিনি!
কে জানে মহিমা তব? কোন পুণ্যফলে
লভিল প্রসাদ তব, ক্ষত্রিয়-শপচ?

তুষানলে যদি তা'র হইত মরণ
তথাপি তাহার পাপ কভু না ক্ষয়িত !
পুরমধ্যে প্রবেশিয়া যবনের দল
ছিন্ন ভিন্ন কৈল তাহে, যথা কপিগণ
কর্কটি-বল্লুরে, কিম্বা ছত্রিকা-নিবাসে
ভেক যথা। যবনের দারুণ প্রহারে
কান্যকুব্জ কুব্জভাব করিল ধারণ !
হারাইল পূর্ব্বশোভা—সর্ব্বচিত্তলোভা,
সে নগর, যথা মহাপবন-সংযোগে
বনরাজী ; কিম্বা ভাস-আশ্রয়-কারণ
নীলতরু যথা। তবে যবন-পার্থিব
অর্পিয়া কুতবে নবলব্ধ রাজ্যভার,
পুনরায় নিজ রাজ্যে করিলা প্রস্থান।
কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া কুতব
হইলা অতীব মত্ত মহা অভিমানে,
বিশ্বগোপে জিনি যথা বিরোচন-সুত,
অথবা জিনিয়া যথা ধনদ-নগরে
দশানন। বিস্তারিতে আপন প্রতিভা,
রাখিতে যবন-কীর্ত্তি, সাহবের দাস
হেরিলা মিবারে স্বীয় লোলুপ নয়নে,
মীন-পূর্ণ সরোবরে তৃষিত দর্শনে
মীনরঙ্গ হেরে যথা, কিম্বা পরিণত
মধুরসা-ফলক্ষেত্রে মধুঘোষ যথা !
তখন কুতব ল'য়া নিজ দলবল

যাইতে লাগিলা দর্পে মিবারের প্রতি
ঘোর আড়ম্বরে, যথা প্রচণ্ড ভৈরব
স্বগণের সহ দক্ষ-ভবনের প্রতি
সতী-নাশে ; কিম্বা রোষে যথা রঘুবর
বানর-বাহিনী সহ সিংহলের প্রতি
সীতার উদ্ধার হেতু। যবন-হুঙ্কারে
ভারত হইল ক্ষুণ্ণ। ধূলিকা-পটল,
প্রলয়ের মেঘ যথা,—উত্থিত হইয়া
আবরিল দিনকরে। যবন-পৃতনা
যে সব প্রদেশ ভেদি যাইতে লাগিল,
সে সব প্রদেশবাসী মহাভয় গণি
ত্যজিল স্ববাসে। হেরি নির্দ্দয় সঞ্চানে
কভু কি কপোত রহে নীড়ের অন্তরে
স্থির প্রাণে ? কিম্বা সরে গোধিকায় হেরি
মীন কি কখন রহে নীরে ভাসমান
নিরাতঙ্কে ? বহুদেশ হইল নির্জ্জন
সে কারণ। তথাকার নির্ঝরিণীকুল
প্রকাশিল শোকাবেগ কুলকুল রবে !
আরণ্য কপোতদল মহানন্দ-ভরে
কৃতবে আশীস দিয়া (যথা প্রেতগণ
নিরখি শোণিত-রূপা সরস্বতী-নীরে,
গাধি-সুতে) মহানন্দে চরিতে লাগিল
তথাকারে ; জনমিল শস্যনাশী-গণ
অবিলম্বে, যথা পুণ্য হইলে বিনষ্ট

ত্বরিত উদ্ভবে ! ত্যজে প্রাসাদ নিচয়ে
বন জন্তু সুখে বাস করিতে লাগিল।
সাহেব-উদ্দীন-দাস কুতব উদ্দীন
বিনাশিয়া বহুদেশে, স্বগণসহিত,
দানব-বাহিনী সহ যুঝিতে বাসবে
নমুচি যেমন,—ঘোর ভৈরব নিনাদে
মিবারের রাজধানী চিতোর-সম্মুখে
উত্তরিলা, মধুরস-কেদার-সমীপে
প্রচণ্ড বরাহবৃন্দ গরজিয়া যথা !
কিন্তু হায় ! আছিল সে কীচক-কানন ;
কি করিতে পারে কির-দশন তাহার ?
সামান্য প্রদেশ নহে চিতোর নগর !
সে যে রঘুকুল-পুণ্ড রাজীবলোচন-
বংশজ নৃপাল কুকসেন-প্রতিষ্ঠিত !
যেই কীর্ত্তিমান ভূপ-বংশকরগণ
বলভি পুরীতে রাজ্য করিতেন সুখে।
গিরিক হইতে যবে বলভি নগরী
হইল বিনষ্ট, তবে রাজপুত-যোগে
মিবারের রাজধানী হইল চিতোর।
কিন্তু ভাগ্যদোষে এই রাজপুত-বাস
হারাইল স্বতন্ত্রতা যবনের করে
কিছুদিন তরে ; পরে লব-বংশধর
বাপাবীর-করবালে লভিলা উদ্ধার।
রণ-তূর্য্য বাজাইয়া কুতবের সেনা

এখন বেড়িল সেই চিতোর নগরে।
কিন্তু কোথা কোন কালে জ্বলন্ত অনলে
বেড়িয়াছে তৃণ-বেষ্ট ? যবনের সেনা
রাজপুত-বীরদাপে হইল ফাঁফর।
সেই কালে কর্ম্মদেবী—পত্তনেশ-সুতা,
সমরসিংহের কান্তা, আপন তনয়
কর্ণের শৈশব হেতু শাসিতেন প্রজা।
এবে মহাদেবী শুনি যবন-কল্লোল
আদেশিলা নিজ সৈন্যে সাজিতে তখন
রোধিতে যবনে। তবে রাজপুতগণ
সাজিল ঝটিতি দিতে যবনে সংগ্রাম।
সৈন্যগণ ল'য়া সঙ্গে সমর-ভাবিনী,
সমর-লোলুপা, সেই চিতোর-রক্ষিকা,
আরোহিয়া কিঙ্কী'পরি অসিচর্ম্ম করে
পশিলা সমরে, যথা রক্তবীজ-রণে
উগ্রচণ্ডা। সে যে রাজপুতের দুহিতা!
কভু কি তাহার প্রাণ হইত শঙ্কিত
রণ-রবে ? শুনি ঘোর উরগ-গর্জ্জন
খগেশ কোথায় হৃদে পাইল আতঙ্ক ?
রাজপুত-হুহুঙ্কারে কুতব-বাহিনী
পাইয়া বিষম ভয়, অম্বর-সন্নিধে
হইল একত্র, যথা গৈরিক নিচয়
প্রপাতে মিলিত হয় প্রবাহের বেগে।
বাধিল তখন যুদ্ধ—শোণিত-স্রাবক,

দুই পক্ষে। রণভূমি কামানের ধূমে
হইল আঁধার, যথা দুৰ্দ্দিন-সময়ে
গিরি-শির-বাসী ভূমি নব নীরধরে !
সে আঁধারে বীরবৃন্দ দেখিল কেবল
তরবার ঝকঝকি, ক্ষণিকা-নৰ্ত্তন
নীরধর অঙ্কে যথা ; কিম্বা ভানুভীত
প্রভাকীট-রঙ্গ যথা তামসী নিশায় !
অনেক যবন মল্ল ত্যজিল জীবন
রাজপুত-করে ; যাহে কুতব উদ্দীন
মহাভয় হৃদে গণি ত্যজিয়া যোধন
দ্রুতগতি দিল্লীমুখে করিলা গমন।
চিতোর ভুঞ্জিল সুখ কিছুদিন তরে !

পঞ্চম সর্গ।

চিতোর-বিজয়-আশা ত্যজিয়া কুতব,
প্রাংশু-জাত পরিণত পনসের ফলে
জম্বুক যেমন, কিম্বা সুপক্ক শ্রীফলে
বলিপুষ্ট যথা,—অন্য প্রদেশপ্রচয়ে
যবনের জয়কেতু করিলা রোপণ
নিজ বাহুবলে। হায়! কোমল ভূমিতে
সরোষে মার্জার করে নখের প্রহার!
এইমতে কিছুকাল করিয়া রাজত্ব
অনন্ত শয়নে সুপ্ত হইলা কুতব
কালবশে; দিল্লী-পাটে বিস্তর যবন
আরোহিল। তাসবার ভ্রষ্ট আচরণে
ভারত-সন্তানগণ হইল পীড়িত
বিধিমতে। ধনী-গণ হারাইল ধন;
সতীর সতীত্ব-বিত্ত হইল লুণ্ঠিত।
এইরূপে বহুকাল হইল যাপিত;
কিন্তু চিতোরের প্রভা নহিল বিনষ্ট।
যবন ভূপতিগণ কালসহকারে
বিন্ধের উত্তরবর্ত্তী যাবদীয় দেশ
লইলা বলেতে। আর্য্য-যশঃ-প্রভাকর
সমুদিত রহিলেন মিবার-অম্বরে।

অনন্তর যবনেন্দ্র জালাল-উদ্দীন
আরোহিলা মহাদর্পে দিল্লীর আসনে।
জালালের ছিল আলা-উদ্দীন নামক
সোদরজ; যা'র সম পাষাণ-হৃদয়
নহিল নহিবে কেহ মনুষ্য-সমাজে!
আছিল সে দুরাশয় মূর্ত্তিমান পাপ
এ জগতে! ব্যভিচার, বিতথ, শঠতা,
অনুপম নিষ্ঠুরতা—জনক্ষয়করী,
নিবসিত তা'র দেহে, যথা ফণী-মুখে
প্রজ্বলিত হলাহল। সেই দুষ্টমতি
কুশাম্বির অন্তরস্থ, কারা নাম দেশ
শাসিত তখন। তা'র দুরিত আচারে
কারার সমান কারা হইত লক্ষিত!
হায়! যেই কূপে কালফণী করে বাস
কভু কি মণ্ডূক মীন শান্তি লভে তথা?
অথবা যে নদীগর্ভে লোহকান্ত রহে
কভু কি তরণি তথা রহে নিরাপদে?
যবন শাসনে আর্য্য-ধর্ম্ম-আলোচন
দেখিয়া আলার মনে হইল নির্ব্বেদ
বহুমতে, যথা দৈত্য হিরণ্যকশিপু
হরিনামে! তবে আলা মহাক্রোধ-ভরে
ভিলুসার বৌদ্ধমঠ করিল লুণ্ঠন;
নাশিল ঋত্বিকগণে; বৃষভ-শোণিতে
যতেক প্রতিমাচয়ে করিল স্নাপিত

মহানন্দে। হায়! জালে পড়িলে কেশরী
লগুড়-প্রহারে লুব্ধ নাশে তা'র প্রাণে!
কারার যতেক মঠ করিয়া বিনাশ
দুরাচার চিন্তন করিল নিজ মনে
শাসিতে আর্য্যের গণে। এ চিন্তা-সাগরে
ভাসিয়া তখন দুষ্ট দেবগিরি-দেশে
উত্তরিল; বিস্তারিয়া শঠতার পাশ
তথাকার আর্য্য-ভূপে করিল বন্ধন।
সে যে ছিল সত্যবাদী, সরল-হৃদয়
রাজপুত; কিতবের কঠোর উদ্দেশ
না জানিত; সুতরাং মজিল সমূলে!
কুহকিনী-মিষ্টভাষে হইয়া বিস্মৃত
যে সঁপে আপন শিশু তাহার নিকটে
কভু কি সে লভে শুভ? হায় রে বিধাতা!
কি গুণে হইলা তুমি আলার বশগ?
দেবগিরি লুণ্ঠন করিয়া আলা তবে
নিমন্ত্রিলা জালালে—আপন খুল্লতাতে,
লইতে লুণ্ঠিত অংশ। দিল্লী-অধিপতি
ভ্রাতৃজ-বচনে মুগ্ধ হইয়া একান্তে,
বিতংসে দেখিয়া ভক্ষ্য দ্বিজাতি যেমন,
আইলা তাহার পাশে, নিরাতঙ্ক হৃদে
ত্বরা করি। কিন্তু সে যে কৃতান্ত সমান
ছিল জালালের পক্ষে। অবোধ সম্রাট
না বুঝিয়া দুরাচারে করিলা বিশ্বাস!

খুল্লতাতে নিরখিয়া পাপিষ্ঠ তখন
ভাসিল আনন্দ-নীরে, যেমন ক্রব্যাদ
দেখি শবে। অনন্তর কপট করিয়া
দিল্লীনাথে বিনাশিল পশুর সমানে!
আহা মরি ভ্রাতৃজের কিবা ধর্ম্মনিষ্ঠা!
কিবা গুরুভক্তি তা'র! এ ভব-ভবনে
কুলীর-সন্তান বিনা পিতৃ-বিঘাতক
কে আছে আলার সম। ধিক্ এ সম্পদে!
যে সম্পদ হয় সর্ব্ব অনর্থের মূল
এ জগতে। ই'থে নর হারায় নির্ব্বাণ!
জালালে সংহার করি আলা পাপমতি
অবিলম্বে দিল্লীমুখে করিলা গমন
মহানন্দে; তথাকার সিংহাসনোপরি
আরোহিলা নিরাপদে! পুররক্ষী সবে,
প্রভুর মরণে শোক না করিয়া কেহ,
প্রভুহন্তা-যশো-গান করিয়া বিস্তর
সভাজিলা তাহে। ধন্য বিভব-মহিমা!
যাহার বিভব আছে সবে তা'র বশ।
জালাল বান্ধবগণ ইষ্টদেব পাশে
যাচিলা একান্ত চিত্তে আলার মঙ্গল।
দিল্লীর আসনে বসি নির্ম্মম যবন
আলা, যথা পল-প্রিয় ঐরাবত-শিরে,
অথবা তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে কপিবর যথা,
তৃষিত নয়নে বহু নৃপতি-বিভবে

নিরখিলা, চিরস্তুণ যেমন অস্রজে,
অথবা গগন-ভেলা যেমন ভুজঙ্গে !
তবে আলা মহাদম্ভে ল'য়া নিজ সেনা
ধাইলা গুর্জ্জরে। হায় ! কত আর্য্যগণ
ত্যজিল পরাণ সেই যবন-গমনে !
কোন্ কালে দাবদাহে বিটপী-নিচয়
পাইল নিস্তার ? কিম্বা চিকুর নিকর
ইন্দ্রলুপ্ত আক্রমিলে হয় কি রক্ষিত ?
গুর্জ্জরের অধিপতি এ ঘোর বারতা
শুনিয়া তখন ক্রোধে ল'য়া নিজ বল
পশিলা সমরে। যুদ্ধ বাধিল তুমুল
দুই সৈন্যে ; হানাহানি হইল বিস্তর।
কেহ বা মুষল ল'য়া কেহ ল'য়া অসি
ধাইল সমরক্ষেত্রে হুঙ্কার করিয়া
জীবনের আশা ত্যজি, শত্রুনিপাতনে,
মহারোষ-ভরে ! যোধ পড়িল অগণ্য।
কিন্তু হায় ! বিধাতা যাহারে অনুকূল
কেবা তা'র প্রতিকূল আছে এ সংসারে ?
গুর্জ্জরের সৈন্যগণ আলা-সৈন্য-তেজে
বিকল হইয়া এবে ভঙ্গ দিল রণে
চৌদিকে, করীন্দ্র যথা বনরাজে হেরি
ধায় ভয়ে ! জয়ধ্বনি হইল তখন
আলা-দলে। যাবদীয় গুর্জ্জর-বিভব
লুঠিল আলার সৈন্য হরষে মাতিয়া।

গুর্জ্জর লুণ্ঠন করি আর্য্যকুল-অগ্নি
গরিমা-নীরধি-নীরে ডুবিলা তখন।
যতেক যবনগণ আলার মহিমা
গাইতে লাগিলা সদা, কৌণপের দল
দশানন-গুণগান করিলা যেমন
মুক্তকণ্ঠে! প্রতিদিন নবজয়-আশা
আলার হৃদয়-গৃহে পশিতে লাগিল,
তরুর কোটর মধ্যে অহস্কর-কর
পশে যথা! কিছু দিন হইল অতীত
এই মতে। সম্রাটের কোন গুপ্তগতি
সমিতি মণ্ডপে আসি কহিতে লাগিল
একদা;—'শুনহ নাথ মম নিবেদন!
তোমার কিঙ্কর আমি; তোমার রক্ষিত;
তোমার চরণ বিনা নাহি জানি কিছু
আমি! নিরন্তর তব কৃপার অধীন!
সাধিতে তোমার কার্য্য ছদ্মবেশ ধরি
গিয়াছিনু বহুদেশে; দেখিনু অদ্ভুত
যে সব কৃপায় তব, তাহার কাহিনী
কেমনে বর্ণিব, প্রভো! তোমার চরণে!
অতি মূঢ়মতি আমি! ওহে বীরবর!
এ বড় বিচিত্র! হিন্দু নহিল ধার্ম্মিক
তোমার শাসনে! ক্ষোভ পাই সদা চিতে
দেখিলে সে ভণ্ডগণে! প্রভুর বাসনা
হইবে পূর্ণিত কবে? কবে পুণ্ড্র, চূড়

ত্যজিয়া সে দুষ্টগণ পূত গ্রন্থমতে
ল'বে ত্বকচ্ছেদ ? ত্যজি পিশাচের সেবা
প্রভুর চরণে কবে লইবে শরণ ?'

এত কহি সেই চার কহিলা সম্রাটে
পুনর্ব্বার,—'নরদেব কর অবধান !
ভ্রমিয়া অনেক দেশ—মানব-সঙ্কুল,
বিজন গহন, (যেথা বিবিধ শ্বাপদ
বিচরে আনন্দে ; যেথা ভাস্করের কর
না পশে আতঙ্কে ; যা'র উচ্চ শাখী-শিরে
যামিনীর সমাগমে বিহঙ্গমগণ
যাপে বিভাবরী), রম্য তড়াগের তীর,
(যেথা চান্দ্রী প্রকাশিলে যক্ষ কন্যাগণ
বীণার বাদনে নৃত্য করে কুতূহলে),
পরিশেষে হেরিলাম চিতোর নগর,—
মিবারের রাজপুরী, হিন্দুর আশ্রয়।
ওহে যবনের পতি ! যবন-গৌরব !
কেমনে কহিব তা'র বিভবের কথা
তব পদে ! সে নগর সুখের আগার !
বুঝি দেখিলাম স্বর্গ সিকতা-সাগরে !
মনোহর জনাশ্রয় তথা বিরাজিত ;
যাহাদের উচ্চ শির পরশি অম্বর
ব্যঙ্গ করে গিরি-কূটে। যে সৌধ-মাঝারে
সুবর্ণ-প্রদীপ দীপ্তি করয় প্রদান,
যথা মণিগণ স্বীয় আঁধার আকরে !

প্রতি গৃহ সুশোভিত ললনা নিচয়ে ;
যাহাদের রূপ দেখি ভাবিলাম মনে
বিকচ সরোজ-রাজী জনিত ভূতলে !
কত শত অপরূপ হেরিনু নয়নে
তথা ! করী-কণ্ঠে শোভে মরকত-হার !
ছার তব সর্ব্বভূতি ! চিতোর নগর
দিল্লী হ'তে শ্রেষ্ঠতর বুঝিলাম মনে !
এক দিন দ্বিজ-বেশে হিন্দুগণ সহ
যাইলাম তাহাদের অর্চ্চন-ভবনে।
সেথায় দেখিনু এক নারীর মূরতি,
মেচক-বরণা। সে যে পিশাচ-রমণী ;
অন্য কেহ নহে ! হায় যবন-মিহির !
কি কব তাহার কথা ! শবের উপর
স্থিতি তা'র ! সে রমণী করাল-বদনা !
মৃতক-কপাল-হার—ভীষণদর্শন,
শোভে তা'র কণ্ঠে ! সে যে বিমুক্ত-চিকুরা !
দিগম্বরা ! নিরখিয়া প্রতিকায় তা'র
জ্বলিনু বিষম ক্রোধে। কিন্তু প্রাণ-ভয়ে
করিনু প্রণতি তা'র চরণ যুগলে
আন্তরিক ভক্তি ত্যজি ! প্রয়োজনে গোপ
দুগ্ধ-ভারে লোষ্টরাশি করয় বহন !
যখন আইনু মোরা পুরীর বাহিরে,
তখন হইল এক অপূর্ব্ব ঘটন !
রাজমল্ল—ভল্লধারী দ্রুতপদে আসি

তথায় কহিল,—‘দেবী পদ্মিনী সুন্দরী,
চিতোরের মহারাণী, আইলা হেথায়
কালিকা-পূজনে ; সবে করহ প্রস্থান
এথা হ’তে !’ এ বারতা করিয়া শ্রবণ
প্রস্থিত হইল যত দর্শকের গণ।
কিন্তু নাথ ! দেখিবারে পদ্মিনীর ছবি
রহিনু নিভৃতে, যথা বিধু-পরশিতে
ইচ্ছিল অর্ভক মনে ! তবে ভাবিলাম,
যা হ’বার তাই মোর হইবে কপালে !
প্রভু মোর অনুকূল ! সাধিবারে বাদ
কে পারে আমার প্রতি ? পূরিল বিশেষে
আমার বাসনা। যাহা হেরিনু নয়নে
আর কি হেরিব তাহা ? বুঝি সৌদামিনী
নিবসে এখন সেই চিতোর নগরে
অভ্র ত্যজি ! সে রমণী—নারী-শিরোমণি,
ধন্যা সদা ধরাতলে ! হেরে যে তাহায়
মদন প্রহারে তা’রে হইয়া নির্দ্দয় !
রূপের তুলনা তা’র এ মহীমণ্ডলে
নাহি দিতে। সুন্দরতা নিরখি তাহার
প্রভাকীট নিশাযোগে নানা রঙ্গভঙ্গে
বিদ্রুপে শশিরে ; তা’র চিকুরে নিরখি
অম্বুবাহ মনোদুখে ত্যজে অশ্রুজল
বারিদান ছলে ; তা’র নয়ন যুগলে
নিহালিয়া খঞ্জরীট লজ্জার কারণ

পশিল বিপিনে; কম্বু সদা নীরবাসী
হেঁরি তা'র কণ্ঠে; হায়! বিম্বক নিয়ত
বসতি করয় সদা নির্জ্জন কাননে
অভিমানে, নিরখিয়া তা'র রদচ্ছদে!
'ওহে যবনের পতি! যদি মোর প্রভু
সহস্র বদন মোরে করয় প্রদান
তথাপি কি পারি আমি করিতে বর্ণন
সে রামার রূপ! ধন্য জগত-সৃজক!
নিরমিলা নির্জ্জনে কি সে নারী-রতনে?
যে দেখেছে সে পদ্মিনী চক্ষে একবার
কভু কি পদ্মিনী তৃপ্তে তাহার নয়নে
আর? পরভৃত-রব ত্যজি কোন জন
শুনে ভেক-রবে? কিম্বা শর্করে ত্যজিয়া
কোন কালে কেবা কোথা কাঙ্করে আদরে?
কিন্তু খোদা! দুঃখী হই দেখি তব রীত!
ঝম্পীকরে শোভে আজি সুবর্ণ-কঙ্কণ!
পদ্মিনী সুন্দরী (যা'র বদনসরোজে
অনঙ্গ-সমাজ শোভে) হিন্দুর ঘরণী!
যদি সে হইত আলা বীরের মহিষী
ভুঞ্জিতাম মহানন্দ!' এতেক কহিয়া
সেই চর হেটমাটে রহিল তখন।

চর-মুখে চিতোরের শুনিয়া ব্যাখ্যান,
যথা লঙ্কা-পাল শুনি নিজ চর-মুখে
অলকা-সম্পদ-কথা, অথবা সুশর্ম্মা

বিরাটের গবীবৃন্দ-বিবরণে যথা,
পুলকে হইলা পূর্ণ দিল্লী-অধিরাজ।
অনন্তর যথাবিধি পুরস্কার দিয়া
বিদায় করিলা চরে। তবে সে লম্পাক
হইলা একান্ত-চিত্ত লভিতে পদ্মিনী
চিতোরের রাজলক্ষ্মী, ভীমসিংহ-জায়া।

ষষ্ঠ সর্গ।

বিদায় করিয়া দূতে কঠোর-হৃদয়
আলা, স্বীয় মন্ত্রী-সহ করিলা মন্ত্রণা
মিবারের রাজধানী চিতোর নগর
আক্রমিতে। যাবনীয় যবনের দল
মাতিল আনন্দে তবে শুনি এ বারতা,
লুঠিবারে আর্য্য-নারী-রতন নিচয়ে
মনঃসাধে, বিকসিত ফুলকুলে হেরি
মদনের সমাগমে মকরন্দ-লোভে
মধুব্রত যথা; কিম্বা বারি-দ-জীবন
দেখিয়া জীমূতবৃন্দে গগনে যেমন
বারি-পান তরে। ওগো ভীম-নিতম্বিনি!
পদ্মিনী! করালরূপা চিতোর-ভবনে
হইলা এখন তুমি! তব রূপ-ছটা
হইল অনর্থ-মূল! শিশোদীয়গণে
নাশিতে বিধাতা বুঝি সৃজিলা তোমায়
বিরলে, যেমন পূর্ব্বে দলিতে দানবে
স্বর্গ-বধূ তিলোত্তমা-কল্পন করিলা!
তখন যবন-সৈন্য ভেটিতে চিতোর
সাজিল বিশেষে। তাহাদের হুহুঙ্কারে
কাঁপিল মেদিনী। ক্রোধে কহিল যবন,—

'ছার হিন্দু! গর্ব্ব তা'র করিব খরব।'
দন্তী-পৃষ্ঠে আলা, সৈন্য তুরঙ্গ উপর,
আরোহিয়া মহাদর্পে চিতোরের প্রতি
চলিলা সত্বরে। ক্রমে ত্যজি বহুদেশ,
পর্ব্বত, কানন, নদী, দুর্গম প্রান্তর,
মরুক্ষেত্র,—যেথা পান্থ মরীচিকা-ভ্রমে
ভ্রমে সদা,—উত্তরিলা চিতোর নগরে,
জনক্ষয় জনপদে যথা! সে নিগমে
নৃশংস যবন এবে করিল রোধন।

চিতোরের অবরোধ করিয়া যবন-
ভূপতি আপন মনে করিলা চিন্তন,—
যবনের জয়ধ্বজা মিবার-হৃদয়ে
রোপিত হইবে শীঘ্র। কিন্তু কোন কালে
ক্ষুদ্র নখ-রঞ্জনীর আঘাতে শাল্মল
হইল পতিত? সে যে দুর্জ্জয় রাজন্য!
সহজে কি হইবে সে যবনের দাস?
আলার যতেক শ্রম লভিতে চিতোর,
লভিতে হামিরশঙ্ক-তনয়া,—পদ্মিনী,
হইল বিফল। তা'র আকাঙ্ক্ষা ব্রততি
নিরাশ-আতপ-তাপে হ'ল মৃতপ্রায়।
কিন্তু সে আছিল শঠ। শঠতার পাশ
বিস্তারিল আর্য্য-সিংহে বান্ধিবার তরে!
কপটে কহিলা আলা,—'হেরিয়া দর্পণে
পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব যাইব স্বদেশে

সেনা সহ।’ কিন্তু হায়! শিশোদীয়গণ
বঞ্চকের বঞ্চকতা না বুঝিলা এবে!
আসন্ন হইলে কাল জ্ঞান লোপ হয়!
এ সময় ভীমসিংহ—পদ্মিনী-বল্লভ,
শিশোদীয়-কুল-কেতু, সমর-দুর্ম্মদ,
চিতোর-নগর-প্রজা-ঈশ্বর-আসনে
আছিলা তিষ্ঠিত। ভীম স্বদেশ-রক্ষণে,
স্বজাতীর হিত-জন্য, যবন-প্রস্তাবে
হইলা সম্মত। সে যে ক্ষত্রকুলোদ্ভব
কি কার্য্য অসাধ্য তা’র স্বদেশের হিতে!
ক্ষত্রকুল-মরকত জানকী-জীবন।
প্রজার রঞ্জন হেতু নিজ বনিতায়
বর্জিলা অক্ষোভে! আলা জানিত হৃদয়ে,-
রাজপুত প্রতারক নহে কোন কালে।
কাতর সে নহে দিতে আপনার প্রাণ;
কিন্তু সে লঙ্ঘিতে নারে নিজ অঙ্গীকার
কোন মতে। সে কারণ সেই কামকূট
কতিপয় সেনা মাত্র ল’য়া নিজ সঙ্গে
পশিল অরাতি-গেহে, নিরাতঙ্ক-হৃদে
হেরিবারে অরি-পত্নী। ধিক্ রে যবন!
ধিক্ তোর জুগুপ্সিত পাশব বাসনে!
ভীম-গৃহে যেই কালে প্রবেশিল আলা,
রাজ-পারিষদগণ একান্ত মানসে
অতিথি বলিয়া তা’র রাখিলা সম্মান

বিধিমতে! চক্ষু মেলি দেখ রে যবন
একবার আর্য্যবৃন্দ-পবিত্র আচার!
আলা-সম কপট হইত যদি ভীম,
কভু কি হইত রক্ষা আলার জীবন
ক্ষত্র-করে? অথবা সে সুখের বেশ্মন
কভু কি যবন হ'তে হইত দলিত?
উদার চরিত আর্য্য—সত্যগত প্রাণ,
রাখিলা আপন খ্যাতি পূর্ণ করি পণে!
পদ্মিনীর প্রতিরূপ মুকুরে দেখিয়া
কৃতার্থ হইলা আলা, যথা যোগিবর
নিরখি অভীষ্ট দেবে! তবে যবনেশ
তোষিয়া চিতোর-পালে কপট বিনয়ে
লইলা বিদায়। ভীম প্রশান্ত ভাষণে
আসিতে লাগিলা তা'র সঙ্গে কুতূহলে।
কিন্তু হায়! স্বভাবের না হয় অন্যথা!
ভুজঙ্গ কি মানে পোষ? অথবা তিন্তিড়ী
কভু কি মধুর হয়? যবনের সেনা
সহসা বান্ধিয়া ভীমে লইল শিবিরে।
সরল রাজন্য-বীর আতিথ্যের ফল
লভিলা যবন-করে অদৃষ্ট-সংযোগে!
প্রকাশিলা রোষে আলা,—'পাইলে পদ্মিনী
বিমুক্ত করিব ভীমে বন্ধন হইতে।'
　এ অশুভ সমাচার করিয়া শ্রবণ
যতেক চিতোর-বাসী ডুবিলা তখন

বিষাদ-সাগরে। কিন্তু কি হইবে আর!
করগত মীন যদি পলায় সলিলে
আসে কি সে মীন কভু করে পুনর্ব্বার?
এবে রাজপুতগণ বুঝিলা বিশেষে,
ঠেকিয়া বিষম দায়ে, যবনের সহ
শঠতা করিলে তাহে নাহি পাপলেশ!
কি উপায়ে ভীমসিংহ পাইবে নিষ্কৃতি,
ইহা ভাবি চিতোরের অধিবাসী-গণ
হইলা ব্যাকুল অতি। চিন্তা-বিধুন্তুদ
আক্রমিল তাহাদের আস্য-শশধরে!
যাবদীয় বীরবৃন্দ কহিতে লাগিলা
পরস্পরে সকাতরে,—'ক্ষত্রনামে ধিক!
ধিক তাহাদের বিধু-পঞ্জরে এখন!
থাকিতে ক্ষত্রিয় নাম ভারতে জীবিত
যবন লইবে বলে পদ্মিনী সুন্দরী!
ধিক্ এ জীবনে! আজি ক্ষত্রিয়-বনিতা
হইবে যবন-ভোগ্যা রাজন্য জীবিতে!
রে বিধি! নির্দ্দয় বিধি! একি তোর বিধি!
দেবেন্দ্রমোহিনী হ'বে দানবের দাসী।'

ক্রমে এই সমাচার—হৃদয়-দাহক,
পদ্মিনী-শ্রবণযুগে করিল প্রবেশ
সেই কালে, যথা কোপে ভূমির গরভে
পশে ইরম্মদ। কিন্তু হামির-দুহিতা,
ভীমপ্রাণা, কোনমতে নহিলা কাতরা

তাহে! দেবী উদ্ধারিতে প্রাণেশে এখন
করিলা অপূর্ব্বযুক্তি; যাহার প্রভাবে
স্বকীয় সতীত্ব ধন, চিতোর-গৌরব,
হইল রক্ষিত; দুষ্ট যবন-ঈশ্বর
লভিতে অভীষ্ট ফল হইলা বঞ্চিত।
পদ্মিনীর খুল্লতাত গোরা বীরবর,
গোরার সোদর-পুত্র বাদল প্রবীর,
(যাহাদের বীরদাপে অরাতিনিচয়
গণিত প্রমাদ, যথা অশনি-নির্ঘোষে
পূর্ব্বদেব, কিম্বা যথা মৃগেন্দ্র-নিনাদে
গজেন্দ্র), চিতোরপুরে আইলা ত্বরায়
পদ্মিনীর নিমন্ত্রণে, পদ্মিনী-রক্ষণে,
যথা বাসুদেব ঘোর কাননের মাঝে
রাখিতে পাণ্ডবে! ভীম-ভাবিনী তখন
বাদল গোরার সহ করিয়া মন্ত্রণা
পাঠাইলা বার্ত্তাহর—অতীব চতুর,
আলার সমীপে। দূত সিংহতল করি
কহিলা তখন;—"প্রভো কর প্রণিধান!
চিতোরের রাজলক্ষ্মী পদ্মিনী সুন্দরী
পাঠাইলা মোরে তব পাশে! কৃপানাথ!
অনুজ্ঞা পাইলে তব চরণে কহিব
যা কহিলা দেবী মোরে!" দিল্লী-অধিরাট
পদ্মিনীর নাম শুনি হইলা বিকল
কাম-রাগে! মনে মনে ভাবিলা তখন,—

'এবে বুঝি মোর ভাগ্য সফল হইল
পূর্ব্বপুণ্যফলে !' তবে সে বিকট মুখে
প্রকাশিল হাসি, যথা আঁধার বিবরে
চমকে খদ্যোত ! দূতে কহিলা লম্পট,—
"রে দূত ! পদ্মিনী-দূত ! ভয় নাই তোর
মম পাশে ! হৃদয়ের শঙ্কা করি দূর
পদ্মিনীর নিয়োজন কহ রে এখন !"
যবনেন্দ্র-আদেশ পাইয়া দূত তবে
কহিতে লাগিলা,—"ওহে সমর-সুধীর !
যে জন গিরীন্দ্র-অঙ্কে করয় বসতি
ঝঞ্ঝাবাতে ডরে কি সে ? এবে এই দাস
তোমার আশ্রিত ; এই জগত-মাঝারে
কি ভয় তাহার আছে ? করহ শ্রবণ
পদ্মিনীর নিবেদন ;—ভবদীয় সেনা
যে দিন ত্যজিবে পুরী, চন্দ্র-নিভাননা
তোমার চরণে আসি হইবেন দাসী
সেই দিন। কিন্তু প্রভো ! চিতোর-কমলা,
অতীব বিমলা ; তিনি রাজার নন্দিনী ;
রাজার ঘরণী ; যেন তাঁহার সম্মান
রক্ষা পায় তব পাশে ! যত পুরনারী
আসিবে তাঁহার সহ লইতে বিদায়
জনমের মত। বহু ক্ষত্রিয় দুহিতা,—
পদ্মিনীর প্রেমাধীনা, তোমার নগরে
যাইবে দেবীর সহ ; রহিবে তাহারা

স্কন্ধাবারে ; অবশিষ্ট সীমন্তিনীগণ
চিতোর নগরে পুনঃ করিবে গমন।
এ সব রমণী যদি হারায় সম্মান,
তোমার সমক্ষে দেবী ত্যজিবে জীবন !
এই নিবেদন-সহ চিতোর-ঈশ্বরী
পাঠাইলা মোরে ! প্রভো ! স্বীয় অভিমত
প্রকাশিলে দেবী-আগে কহিব ত্বরায়।”
এতেক কহিয়া দূত নীরবে রহিল
হেট মাথে। তবে আলা আশ্বাসিলা দূতে
বিধিমতে পদ্মিনীর বাসনা পূরিতে।
আলার নিকটে দূত লইয়া বিদায়
দ্রুতগতি গোরা-পাশে যাইয়া তখন
কহিল সকল বার্ত্তা। ক্ষত্র বীরবর,
মন্ত্রণা-কুশল,—তবে ভীমে রক্ষিবারে
বিস্তারিলা মায়াজাল (যা’র গ্রন্থিচয়ে
মূর্ত্তিমতী প্রতারণা ছিল বিরাজিতা)
প্রতারিতে দুরাচারে। সেই মায়াজাল
জ্ঞানীর অভেদ্য ! মূর্খ যবন-ভূপতি
কি শক্তি ধরিত তাহা ছিন্ন করিবারে !
নিরূপিত দিনে যত ক্ষত্র যোধগণ
সজ্জিত হইয়া নানা শস্ত্র-অলঙ্কারে,
আরোহিয়া শিবিকায় অতি গুপ্তভাবে
যবন-শিবিরে শীঘ্র করিলা প্রয়াণ।
নিরখি কামুক ভূপ শিবিকা নিচয়ে

ভাসিলা আনন্দ-নীরে, দ্রবিণ লভিয়া
দীন যথা! আদেশিলা বন্দী বীরবরে
ক্ষণতরে নিরখিতে পদ্মিনী সুন্দরী;
বিদায় লইতে চিরজীবনের মত
দেবী-পাশে। লটকের এ ঘোর নিদেশ
বাজিল ভীমের বক্ষে তীক্ষ্ণ শর সম
সেই কালে। হায়! নিজ ললনা-রতনে
কে ত্যজিল কোন কালে অন্যজন-করে!
কল্পিতা পদ্মিনী-সহ করিতে সম্ভাষ
ভীমসিংহ যেই কালে পাইলা সময়,
সেই কালে শিবিকায় করিয়া রক্ষিত
অতর্কিত ভাবে সিংহে করিলা হরণ
রাজপুত, রাবণজ রাঘবেন্দ্র বীরে
হরিলা যেমন ঘোর নিশীথ-সময়ে!
  ভীমের বিলম্ব দেখি অবোধ যবন
হইলা কুপিত অতি। দ্বেষ-বিষধর
দংশিল তাহার শিরে করিয়া গর্জ্জন।
তবে আলা মহারোষে স্বগণের প্রতি
করিতে মোচন সর্ব্ব শিবিকার পট
নিদেশিলা। কিন্তু হায়! যবনের আশা
বিফল হইল এবে। ভীষণ ভুজগ
বাহিরিল কিঞ্চুলুক-বিবর হইতে!
শিবিকাগণের ছাদ হইলে মোচিত
নির্গত হইল কোপে বীরভদ্রগণ

নাশিতে যবনে, যথা গিরিমানে হেরি
সরোষে নিঃসরে হরি কন্দর হইতে! •
হরষে বিষাদ এবে! হতাশ-সাগরে
নিমগ্ন হইলা আলা না হেরি পদ্মিনী;
না দেখিয়া পদ্মিনীর প্রিয় সখীগণে!
তখন বাধিল রণ—মহা ভয়ঙ্কর,
ক্ষত্রিয় যবনে। গোরা নিজগণ-সহ
সমর-উৎসাহে ক্ষিপ্ত হইলা বিশেষে।
ধন্য সে গোরার অসি! ধন্য বীরপণা
তা'র! গোরা একেশ্বর শত্রুগণ মাঝে
পশিলা তখন ক্রোধে, যথা জীবকুলে
যুগান্তের যম! সেই ভীষণ কৃপাণ-
সমক্ষে যতেক শত্রু আসি দাণ্ডাইল.
অচিরে যাইল তা'রা শমন-নগরে
রণ-শ্রান্তি-দূর-হেতু! ভারত জননি!
গোরার জনমে ধন্য তোমার জঠর!
সে যে ছিল মাতৃভক্ত; অরাতি-সূদন।
কভু কি তাহার নাম হইবে বিলোপ
ভারত হইতে? তা'র সমাখ্যার গানে
কভু কি ভারত-বাসী হইবে বিমুখ?
অগণ্য যবন-সেনা—আলা-সৈন্য-ভূনা,
ত্যজিল পরাণ বীর গোরার সংগ্রামে।
পঙ্কময়ী হইল সে সমরের ভূমি
নিহত-শোণিতে; খাণ্ডা, ফলক সমূহ,

জল-বন্ধু, কূর্ম্ম-রূপে শোভিত হইল
সেই পঙ্কে! রণস্থল হইল ভৈরব!
বাদল—কুমারবীর, অসির প্রহারে
বধিলা অসংখ্য শত্রু, ভারত সমরে
অর্জ্জুন-তনয় যথা নাশিলা কৌরবে!
যবনের দল সেই বালকের প্রতি
বরষিলা নানা অস্ত্র নাশিবার তরে;
কিন্তু হায়! সে বালক—যবন-শমন,
নিরন্তর অস্ত্রধারা করিলা বহন
নিজ শিরে। গিরিবর কোথা কোন্ কালে
বরিষার বারি-ধারে হইলা কাতর?
যবন-সৈন্যের মাঝে বাদলকুমার
ভ্রমিতে লাগিলা রোষে শোণিত-লালসে,
চক্রহস্তে যথা চক্রী দানবের মাঝে!
এমন সময় সেই ক্ষত্রিয় শার্দ্দূল
গোরা, নিজ বীরতার পরিচয় দিয়া,
কালের করাল মুখে করিলা প্রবেশ।
সমরে পড়িলা যদি গোরা বীরবর
অবশিষ্ট বীরগণ প্রাণপণ করি
যুঝিলা যবন-সহ। নারীপর ভূপ
বিষণ্ণ হইয়া বহু সৈন্যের নিধনে
চিতোর-বিজয়-আশা ত্যজিলা তখন।
বুঝিলা হৃদয়ে আলা,—পদ্মিনী-প্রাপণ
অতীব কঠিন; সেই পদ্মিনী সুন্দরী

আর্য্য-বিভাকর-করে সতত রক্ষিতা।
মনে মনে এই রূপ করিয়া চিন্তন
সৈন্য-সহ নিজ-রাষ্ট্রে করিলা প্রস্থান।
এবার রাখিলা বিধি চিতোরের মান।

সপ্তম সর্গ।

যবনে পরাস্ত করি রাজপুত-সেনা
যে কালে নগর-মধ্যে করিলা প্রবেশ,
সে কালে গোরার পত্নী—বিরহ-বিধুরা,
মলীন-বরণা, যথা দানব-দুহিতা
মন্দোদরী কাঙ্গালিনী দশানন-শোকে,
বাদলেরে জিজ্ঞাসিলা সমুৎসুক চিতে ;—
'কহ বাছা বাদল ! যুদ্ধের বিবরণ ?'
কিরূপে করিয়া রণ যবনের সহ
তব খুল্লতাত, স্বর্গে করিলা গমন,
কাঁদাইয়া জননীরে—জনম ভূমিরে,
অকালে ?' বাদল বীর করিয়া প্রণাম
তদঙ্ঘ্রি যুগলে, অতি বিনম্র বচনে
কহিতে লাগিলা ;—'মাতঃ! দেখি'ছি নয়নে
কেশী-রণ করী-সহ ; কিন্তু হেরি নাই
এরূপ বিক্রম কভু। যবনের দলে
রণে আগুয়ান দেখি সিংহল-কেশরী,—
মম খুল্লতাত, তীক্ষ্ণ অসি ল'য়া করে
পশিলা সমরে, যথা মত্ত নাগরাজ
পশে নলবনে। তাঁ'র হুঙ্কার শুনিয়া
যাবদীয় বীরবৃন্দ সশঙ্ক হৃদয়ে

হইলা চকিত। শুনি অশনি-নির্ঘোষ
কোন জীব স্থির রহে নিরাতঙ্ক হৃদে!
যবনের মল্লগণ ভল্ল করে ল'য়া
আসিল খুড়ার আগে তাঁহে বধিবারে!
কিন্তু মাতঃ! প্রজ্বলিত হুতাশন-মুখে
জীবন্ত কি রহে ঝিল্লী! বিপক্ষ নিচয়
অচিরে হইল নষ্ট তদীয় বিক্রমে,
প্রচণ্ড পবন-বেগে তুলারাশি যথা!
তরবার-চকমকি দেখিয়া তখন
ভাবিলাম বুঝি জল-বালিকা ধরায়
আইলা গগন ত্যজি, দেখিবারে রণ!
এই রূপে খুল্লতাত করি মহামার
নিদ্রিত হইলা বীরাশংসনের মাঝে
রক্ষা করি চিতোরের গৌরব-পাদপে
যবন-কুঠার হ'তে। দুই চারি জন,
খুড়ার কবল-ভ্রষ্ট,—ত্যজিল জীবন
মম হস্তে!' এত বলি তেজস্বী বাদল
হেট মাথে মৌন ভাবে রহিলা তখন।
বাদলের কথা শুনি বীরেন্দ্র-ভাবিনী,
গলিত-কুন্তলা সতী, (হায় রে বিধাতা!
চরণে দলিলি এবে স্ফুটিত পাটলে!)
কহিলা তখন হাসি,—'এ মহীমণ্ডলে
সেই পুণ্যবান যেই আপন জীবন
অর্পণ করয় স্বীয় দেশের মঙ্গলে!

ধন্য মম পতি! ধন্য তাঁহার শূরতা!
যাঁর বীরদাপে আজি চিতোর নগর,
পদ্মিনী দেবীর মান হইল রক্ষিত।'
এত বলি বীর-পত্নী জ্বলন্ত অনলে
প্রবেশিলা কান্ত-সহ মিলন-মানসে।
এ দিকে যবন-বীর ত্যজিয়া চিতোর
সকাতরে ধীরে ধীরে আপন নগরে
যাইলা তখন। তাঁ'র হৃদয়-গরব
হইল লঘিষ্ঠ এবে রাজন্য-প্রহারে,
জ্বলন্ত অনল যথা সলিল-সংযোগে!
শঠচূড়ামণি স্বীয় সেনানী সমূহে
হারাইয়া শোণিতপ চিতোর-সঙ্গরে
হইলা ব্যাকুল; কিন্তু সেই ব্যাকুলতা
মহা হর্ষে পরিণত হইল ত্বরায়!
দিল্লীর সভার সভ্য—চতুর-প্রধান,
যবন-সন্তান এক, কর্ম্মের বিপাকে
পড়িয়া আলার কোপে, ত্যজিল নগর
প্রাণভয়ে। সে যবন নিজ জাতি, নাম,
গুপ্ত রাখি, আর্য্য-পূজ্য সন্ন্যাসীর বেশে
ভ্রমিতে লাগিল সদা, তারকের ভয়ে
দেবগণ মর্ত্ত্য-বেশে ধরাতলে যথা!
বহুদিন যতি-সঙ্গে করিয়া বসতি
সেই শঠ নানা শাস্ত্রে লভিল বিজ্ঞান!
কিন্তু তা'র স্বভাবের না হ'ল ব্যত্যয়!

শ্রীখণ্ড-কাননে যদি আমুপ সম্ভবে,
কভু কি তাহাতে বর্ত্তে শ্রীখণ্ডের গুণ ?
স্বজাতির হিত জন্য সেই প্রতারক
স্বজাতীয় অন্তেবাসী—অন্তেবাসী প্রায়,
সঙ্গে ল'য়া গুপ্তভাবে চিতোরনগরে
প্রবেশিল। ধর্ম্মপর রাজপুতগণ
উদাসীন বলি তা'য় অর্চ্চিলা যতনে।
তখন সে দুরাচার রহিল তথায়
চিতোর নাশিতে, যথা বীরুধা-অন্তরে
শার্দ্দূল নিবাসে স্বীয় আখেট-লালসে।
এইমতে চিতোরে রহিয়া কিছুদিন
কপট ধার্ম্মিক স্বীয় কাপট্য-নিগড়ে
তথাকার আর্য্যগণে বান্ধিলা সহজে
দৃঢ়রূপে। ক্ষত্রবৃন্দ—সরল-স্বভাব,
স্বধর্ম্ম-নিরত, এই যবনের মায়া
না জানিত। সন্ন্যাসীর বহিস্তন দেখি
ভকতি-সলিলে তা'রা ভাসিল তখন।
এ সময় অষ্টভুজা-ভবন-যাজক
কালের করাল দণ্ডে হইলা নিহত।
তবে ভীমসিংহ এই নব যোগিবরে
পরেত-ঋত্বিক-পদে করিলা স্থাপন,
অজ্ঞানে যেমন গৃহী নিজ নিকেতনে
যতনে রক্ষিত করে কাল ভুজঙ্গমে
গৃহদেব বলি। এবে অভীষ্ট-সাধনে

সুযোগ পাইল সেই আর্য্য-জুগুপ্সক ;
শিষ্য তা'র বার্ত্তাবহ হইল এখন ।
চিতোরের বল-বার্ত্তা আলার নিকট
অবিলম্বে সে ভণ্ডিল করিল প্রকাশ ।
এই সমাচারে পুনঃ যবনের পতি
সঙ্গে ল'য়া নিজ চমূ নাশিতে চিতোর
ধাইলা তথায় শীঘ্র । চিতোরের দ্বারে
পুনরায় যবনের হইল উদয়,
সংহারিতে সৃষ্টি যথা সময় পাইয়া
কালানল প্রকাশিল কাল-কূণ্ঠ রূপে ।
যবনের সিংহনাদ করিয়া শ্রবণ
ক্ষত্রবৃন্দ নিরানন্দ হইলা বিশেষে,
নিরখি প্রবল বাতে বলকুল যথা,
অথবা তমিস্র যথা রবির প্রকাশে ।
কিরূপে রক্ষিত হ'বে চিতোর নগর,
ইহা ভাবি বিকল হইলা সর্ব্বজন,
উত্তাল তরঙ্গ দেখি জলধির মাঝে
তরণীর তরে যথা তরণীস্থ-গণ ।
যতেক আছিল বীর বিগত সমরে
ত্যজিল পরাণ তা'রা ; এখন চিতোর
বীর-শূন্য ! হায় হায় ! কে আর রাখিবে
চিতোরের স্বাধীনতা, শিশোদীয় নাম ?
কিন্তু ক্ষত্র রণ-প্রিয়, রণ-ভয়ঙ্কর,
রণ-রঙ্ক নহে কভু থাকিতে জীবন !

যবনে নিহারি তা'রা মহারোষ-ভরে
ধাইল সঘনে, যথা নিরখি জম্বুকে
ক্রোধভরে ধায় শ্বান। ওগো বসুন্ধরে!
ধিক তব এ জঘন্য রুধির পিপাসে!
কবে তা'র হ'বে শান্তি? বুঝি আর্য্য নাম
থাকিতে ভারত-মাঝে নহিবে শমিত!
এবে ঘোর রণানল ঘোর রব করি
জ্বলিল মিবার-হৃদে তাহে দহিবারে।
নিরন্তর বীরগণ সে অনল-যোগে
হইতে লাগিল ভস্ম; হাহাকার রবে
পূরিল সে পুরী শীঘ্র; ভারতের আশা
ত্যজিয়া চিতোর-বাসা নীরনিধি-নীরে
প্রবেশিল; আর্য্যকুল-কীর্ত্তি-বিভাকরে
গ্রাসিল যবন-রাহু জনমের মত!
এ ঘোর আহব ক্রমে হইলে তুমুল,
এক দিন ভীম সিংহ—ব্যথিত হৃদয়
বীরগণ-নাশ হেতু, বসি নিজ বাসে,
রজনীর সমাগমে, চিন্তা-সখী-সহ
আছিলা সম্ভাষে। সেই গভীর নিশীথে
চিন্তাকুল বিনা কেহ না ছিল জাগরী;
কেবল উলূক-আদি নিশাচরগণ
মন্দ মন্দ সমীরণে ভক্ষ্যের কারণে
আছিল সত্বর। এই নীরব সময়ে
শুনিলা ভীষণ রব—'আমি ক্ষুধাতুর!'

ভীম সিংহ। আচানক এ বিকটনাদে
চিতোরেন্দ্র নিজ হৃদে মানিয়া বিস্ময়
কহিতে লাগিলা,—'এই দারুণ নিশায়
কে করিল ভীম রব? এ কি স্বর্গবাসী?
অথবা কৌণপ কিম্বা পিশাচ, কিন্নর?
যে হ'ক সে হ'ক! আমি জানিব কারণ!
এত কহি মহারাজ করিলা মনন
জিজ্ঞাসিতে; কিন্তু তাঁ'র বিস্ময়-তিমির
অচিরে হইল নষ্ট। চিতোরের পতি
নিরখিলা কালিকায় আপন নয়নে!
এবে কি হইল ভীম-ভাগ্যের উদয়?
মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র, ইন্দ্র একান্ত অন্তরে
সেবিয়া না পায় যাঁ'র চরণযুগল,
আইলা কি সে দুর্লভা শঙ্কর-কামিনী,
জঘন্য রুধির-তৃষ্ণা প্রশম-মানসে
ভীম-পাশে? হায়! সেই ছদ্মবেশী যতি
(ভীমের প্রাসাদ-বর্ত্তী দেবীর মন্দিরে
যে রহিত শিষ্য সহ পুরোহিত রূপে)
ভুলাইল ভীমসিংহে চাতুরী করিয়া,
যথা বহুরূপী বহু বেশের সহায়ে
জনগণে বিমোহিত করে অনারত!

কল্পিতা কালিকা-মূর্ত্তি দেখি ক্ষত্রবীর
গিরিজা ভবানী ভাবি কহিতে লাগিলা
কাতর বচনে,—'ওগো চৈতন্যরূপিণি!

ভজন-সাধন-হীন আমি পাপমতি
এ জগতে ! ভাল মন্দ না জানি জননি !
কি দিয়া পূজিব তব ও রাঙ্গা চরণ ?
কিছু নাই মম গৃহে ! আমি যে ভিখারী !
বুঝিলাম এবে মম পূর্ব্বপুণ্যফলে
চরণের ছায়া মোরে করুণা করিয়া
বিতরিলা ! কিন্তু মাতঃ ! এ ভৈরব রণে
প্রতি দিন বহু বীর ত্যজিছে পরাণ ;
তাহাদের শোণিতে কি তব পরিতোষ
না জন্মিল ?' সে মূরতি এ কথা শুনিয়া
কহিল,—'দ্বাদশ নৃপ যদি এ সমরে
সমর্পয় নিজ নিজ জীবন রতন,
তবে ত চিতোরপুর এ ঘোর সঙ্কটে
পাইবে নিস্তার ! ক্ষুদ্র সেনানী-রুধিরে
নাহি মম লিপ্সা ! ত্যজি ক্ষীর, সর, ননী,
কোন জন লভে তৃপ্তি তণ্ডুলকণায় ?'
এতেক কহিয়া সেই মায়ার আকৃতি
লুকাইল আচম্বিতে। চিতোর-মিহির
ভ্রম-সৈংহিকেয়-মুখে হইলা পতিত।
প্রভাত হইলে রাজা পারিষদগণে
বিবরিলা যামিনীর ভীষণ বারতা।
তখন সদস্যগণ আশ্বাসিয়া নৃপে
কহিলা, 'রাজন ! ইহা বড়ই বিচিত্র !
কে দেখিল কোন কালে যজ্ঞীয়-কুসুমে ?

অথবা উরগ-পদে ? কোন ভাগ্যবান
দেখিল আপন নেত্রে ভবরত্নসার
ভবানী-চরণ ? ইহা নিশার স্বপন ;
অন্য কিছু নহে।' তবে পদ্মিনী-জীবন
শর্ব্বরীর সমাগমে দেখাইলা সবে
পূর্ব্বরূপ—কুহকের কুহকাগঠিত।
হায় ! সর্ব্ব জনগণ মানিয়া অদ্ভুত
প্রপঞ্চ-অবট-মধ্যে হইলা পতিত
ভীমসম। যবনের পূরিল মানস !
লভিতে শঙ্করী-কৃপা রাখিতে চিতোর
যথাক্রমে আপনার একাদশ সুতে
সিংহাসনে বসাইয়া ভীম বীরবর
সমর্পিলা শত্রুকরে। ধন্য হে রাজন্য !
ধন্য তব প্রাণ ! তুমি স্বদেশ-মঙ্গলে
অসাধ্য-সাধনে কভু নহ পরাঙ্মুখ !
একাদশ পুত্র রণে ত্যজিলে জীবন,
পুরমধ্যে ভয়ঙ্কর ক্রন্দনের ধ্বনি
উঠিল সেকালে। যত বীর-রামাগণ
কপালে কঙ্কণ হানি ভূমিতে পড়িল।
দেখ রে নিদয় বিধি পাপ-আঁখি মেলি
একবার ক্ষণতরে চিতোরের দশা !
দেবের দুর্ল্লভ স্বর্ণ-সরোজ-নিচয়
ভূতলে পতিত আজি ! নিরাশ ভূপাল
চতুর্দ্দিক তমোময় দেখিলা নয়নে।

রাখিতে আপন বংশ বিচারিয়া মনে
ভীমসিংহ একমাত্র অবশিষ্ট স্থতে—
অজয়ে,—চিতোর হ'তে করিলা বিদায়
বিজন প্রদেশে। ভূপ না দেখি উপায়
অনল-প্রবেশ-আজ্ঞা দিলা নারীগণে
সকাতরে। আহা মরি! যতেক সুন্দরী,
পতি-পুত্র-শোক-তপ্তা, যথা রবিকরে
পীতপুষ্প,—উন্মাদিনী বিমুক্তকবরী,
সাজিলা চিতার তরে; করিয়া যতন
বসন ভূষণ আদি অঙ্গে আরোপিলা।
চরণে নূপুর পরি রুণুরুণু রবে
চলিলা তখন সবে দ্বিরদ-গমনে।
আলার লিপ্সিতা রাণী ভীমবীরবাঞ্ছা,
চলিলেন আগে, যেন তারকমণ্ডলে
প্রকাশিল বিধু। এবে সর্ব্ব নারীগণ
কহিতে লাগিলা,—'সবে চল ত্বরা করি!
প্রিয়জন নিরখিয়া জুড়াব জীবন!
বিলম্ব হইলে দুষ্ট যবনেরগণ
পরশিবে! ধিক্ সেই নারীর জীবনে
হারাইল যে আপন সতীত্ব রতনে!
ওগো দেবি অষ্টভুজে! চিতোর-রক্ষিকে!
দেখো মা চিতোরে তব! শিশোদীয় কুলে
দয়া রেখো দয়াময়ি! শিশোদীয়গণ
তোমার ভকত সদা; তব পদাশ্রিত!

অধীনে নিদয় হ'লে কলঙ্ক রহিবে
ভকতবৎসলা নামে। ভারত-আগারে
শিশোদীয় নাম যেন হয় মা রক্ষিত!
যবনের কোলাহল—জ্বলকা-সমান
দহিছে মোদের তনু; তব দাসীগণ
লইল বিদায় এবে তোমার চরণে
জনমের মত!' ক্ষত্র-সীমন্তিনীগণ
এতেক কহিয়া ঘোর চিতার বিবরে
পশিয়া অনলে প্রাণ ত্যজিলা সকলে।
এবে ভীম নিরুদ্বেগ! অন্বয় হেতু,
অথবা পদ্মিনী জন্য যতেক চিন্তিতি
ত্যজিল তাঁহায়। তবে সময় বুঝিয়া
ক্ষত্রবীর শত্রুমাঝে করিয়া প্রবেশ
বিসর্জ্জিলা তনু বহু অরাতি নাশিয়া।
চিতোর হইল এবে চিতার সমান!
যবন-সমরে ভীম ত্যজিলে জীবন
চিতোর হইল শূন্য, হিমাংশু-বিরহে
ব্যোম যথা; কিম্বা যথা পটলের নাশে
গৃহ। তবে দিল্লী-পতি হরষে মাতিয়া
পশিলা নগর-মধ্যে লভিতে পদ্মিনী।
কিন্তু হায়! এবে তাহা তিমির-পূরিত!
কোথা বা পদ্মিনী! কোথা পুরনারীগণ!
কেবল গৃধিনী, শিবা, কুক্কুর নিচয়
খাইছে পিশিত মহা কল্লোল করিয়া।

শূন্য চিতোরের পাট! চিতোর-সম্পদ
এবে অকর্ত্তৃক! পুরী প্রকৃত শ্মশান! •
না পাইয়া পদ্মিনীরে—বাঞ্ছিত-রতনে,
বিষম সন্তাপ আলা পাইলা অন্তরে।
যবনের সেনাগণ মহা কোপভরে
চিতোরের হর্ম্ম্যচয়ে করিল বিনাশ।
কেবল রহিল দেবী-পদ্মিনী-ভবন
কহিতে আলার ঘোর দুরিত-প্রসঙ্গ!
যবনের মহাঘোর কঠোর আচারে
চিতোর হইল নষ্ট। ভারত জননী
ভিখারিণী হইলেন চিরদিন তরে!

সমাপ্ত।

কলিকাতা—নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।—সন [illegible]